রজিষ্টার নং৭৭ Rigistered No.70 রেজিষ্টার নং৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৲, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৲, ডাকমাশুল ৸৹; ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹ টাকা
প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।৹আনা।

৯ম ভাগ { কলিকাতাঃ—২৩এ অগ্রহায়ণ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৬ সাল } ৪৩ সংখ্যা

—ঃ০।০ঃ—

বিজ্ঞাপন।

অমৃত রস।

D. L. O. CALCUTTA DEC FREE

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্যাসি হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলি দেশী ও ... ক ... লন পর্ব্বতজাত বনৌষধী সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগ নাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতি অশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশষ বিদিত থকিলে ব্যাধি মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘকাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য কষ্ট সাধ্য ও অসাধ্য রোগও শান্তিধ হইতে দেখা গিয়াছে এমন কি ক্ষয়, যক্ষ্মা, শুল ও বহুবিধ শীরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ, হৃদকম্প, অম্ল-পিত্ত ও অম্ল-শুল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারি জ্বর, উপদংশ, পারদ ঘটিত দোষ মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমুত্র, রক্ত বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃত ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোকদিগের কতক গুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিককরো। সূতিকা, প্রদর, মুচ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দে বিধেয় মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃত বৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধ পোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ শাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল অনেক বিভিন্ন। পুর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণে নূতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইবে।

ছয় ছটাক শিশির মূল্য ৫৷৹ টাকা। যাহা ১৫ পোনের দিন সেবনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
মিশির পোখরা।
বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃত রস আমি ১৫০ টাকার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট করিয়া আমরা চমৎকার হইয়াছি। শুল, পুরাতন ও নুতন হাপানি কাশী, জ্বরষ ক্ষমা, গ্রহণী এবং স্ত্রীলোকের মূচ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপাকারিতা দৃষ্ট কর গয়াছে।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় মহাশয়
জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা
জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জ্বর, প্রদর, অরুচি শরীর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া, গা, হাত্ত, পা, কামড়ানি, ইত্যাদি নানাপ্রকার পীড়ায়ভ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বহি, অর্শ অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত যে অন্ন আহারের পনের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দী।
মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎপত্নী নানা প্রকার উৎকট ব্যাধীগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
মোং বাহালগ্রাম, রহিগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃত রস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করাণতে অনেক পরিমাণে রোগের উপশম বোধ হইতেছে। শারীরিক দৌর্ব্বল্যতা পুর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আমার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিনের নহে।

শ্রীশশীভূষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
মোং মাথাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশর বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারী ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধী ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃত রস এই গ্রামে এবং ইহার চতুপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরিচিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং হবিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাশীন দত্ত অমৃত রস মহৌষধীর গুণ ভুবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটী রোগীকে আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয় কত প্রাণীকে অকাল কালগ্রাস হইতে মুক্ত করিয় কতই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন, ইহাতে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীচৌধুরী প্রতাপনারায়ণ রায় জমিদার।
মোং ডাশবিহা, জেলা, বালেশ্বর

আপনার জগৎ বিখ্যাত মহোপকারি ঔষধের গুন বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করিতে পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপা গুণে অত্রাঞ্চলের অনেক২ ব্যাক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষে শ্রীযুত রাধা মোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সঙ্কিত গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনের প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাঁসডিহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শুল বেদনা ছিল তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।
মোং জতনপুখরী জেলা, জলপাইগুড়ি।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধী ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে, দাগ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেট।
মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা, দারজিলিং।

আমি হেম বাবুর অমৃত রস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার অশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধী সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।
৺কাশীধাম।

মহাশয়ের মহৌষধী অত্র স্থানে যিনি২ সেবন করিয়াছেন, সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।
মোং কটক।

আপনার অমৃত রস মহৌষধীর চমৎকার গুণ। অত্র কাথিতে যাহারা সেবন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।
মোং কাঁথি, জেলা মেদনিপুর।

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শুল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস
মোং রত্নপু জেলা মুরসিদাবাদ।

ইত্যগ্রে যে ঔষধী আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল, তাহ আপনার প্রেরিত নিয়মাবলির নিয়মানুসারে সেবন বকরা পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফুর্ত্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।
মোং চুড়ামন।

অত্যাশ্চর্য্য উলাউঠার অমূল্য বটিক।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধীর চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫। ৬ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর অম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বার জন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শতকরা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধীর ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ নজ রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্ন লিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধী আনাইয়া ছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিশুচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নেটিভ ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না একাধীক্রমে ১৮টি ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটীকা কোন কোনটীকে ৩টী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের এ ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই, ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে, এবং প্রশংসা প্রকাশার্থে বিনা মুল্যে দেওয়া গয়াছে। শ্রীমহিউদ্দিন।
ইনচার্জ কুরকুরিয়া চা-বাগান, সোনাপুর আসাম

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়া ছিলেন, ঐ ঔষধ ৫ জন রোকেগী দেওয়া হইয়া ছিল, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

ঠাকুররাধবভ সিংহদেব জমিদার।
মোং কুচিয়াকোল্লল জেলা বাঁকুড়া।

আপনার প্রেরিত উলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া হইয়াছে।

জোনুকুল হোসেন, দেওয়ান।
মোং ভালিবপুর, ষ্টেট, বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার
অনারারী মাজিষ্টেট মোং দেহুড়দা,
জেলা বালেশ্বর।

মহাশয় আপনার অমৃত রস ঔষধের অনির্ব্বচনীয় গুণ। আমার আত্মীয়ের জ্বর, প্লীহা এবং পেটের ব্যায়রাম ছিল। এই ব্যায়রাম গুলি অল্প দিনের নহে, জ্বর প্রায় ৭।৮ সৎতরকার প্লীহা প্রায় ৪।৫ বৎসরকার এবং পেটের পীড়া প্রায় এক বৎসর হইল হইয়াছিল। যতপরনাস্তি দুর্ব্বল ছিলেন। উক্ত ঔষধ এক শিশি সেবন করিয়াই রোগ প্রায়, চৌদ্দ আনা আরাম হইয়াছে। জ্বর একবারে বন্দ হইয়াছে; প্লীহা বার আনা ভাগ কমিয়া গিয়াছে, প্রত্যহ ১০।১২ বার বাহ্যের মধ্যে এক্ষণে ২।৩ বার জান। বাহ্যে যে রক্তের চিহ্ন দেখা দিত তাহাও আরোগ্য হইয়াছে। এ ঔষধে যে অনেকেই অকাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে তাহার আর ভুল নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সু।
মোং হুগলি. খুটিয়াবাজার।

আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃত রস ঔষধী আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে সেবন করাইয়া তাহার পীড়া অনেকাংশ সাম্য হইয়াছে। প্লীহ জ্বর, ও উদরাময় এই তিন প্রকার পীড়া আমার উক্ত সহোদরটীর হইয়াছিল, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া জ্বর বন্ধ হইয়াছে, উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে।

দক্ষিণাপদ রায় চৌধুরী।
মহিষরাখা পোঃ আঃ

মহাশয় আপনার অমৃত রস মহৌষধের অসাধারণ গুণে আমার পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের মেহ, কাশ, জ্বর প্রায় নিশেষিত হইয়াছে। ইত্যগ্রে ক্রমিক তিন শিশি অমৃত রস আনয়ন করিয়া উল্লিখিত পিতাঠাকুর মহাশয়কে সেবন করায় কাশ ও জ্বর হইতে একবারে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, মেহের পীড়া বার আনা আন্দজ আরোগ্য হইয়াছে, চার আনা পরিমাণে বাকি আছে। বোধ করি তাহাও একবারে নিঃশেষ হইত। ফলতঃ অর্থের অকুলান বশতঃ এক সঙ্গে উক্ত তিন শিশি অমৃত রস সেবন করাইতে পারি নাই, এক শিশি সেবন করিয়া মধ্যে অনেক দিন বাদে অপর শিশি সেবন করিনে হইয়াছিল, এবং নিয়ম মত পথ্যাদি ভক্ষণও হয় হয় নাই। বিশেষতঃ মেহের পীড়াটী অল্প দিনের নয়, প্রায় ২৫ বৎসর হইল ইহার সুত্রপাত হইয়াছে।

শ্রীবর্ণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
মোং চুড়ামল জেলা, মালদহ।

মহাশয় এক শিশি অমৃত রস অনাইয়া ছিলাম। এবং একটী স্ত্রীলোক পুরাতন জ্বর আদি নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতে ছিল, কিন্তু মহাশয়ের অমৃত রস সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীবনমালী পাল
মোং গুলটিয়া, তায়া সিন্দীয়া।

অমৃস রস ঔষধী অত্র সবডিবিজান ধুবড়ির শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল লাহুড়ী প্রভৃতি আনয়ন ও সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর
মোং গৌরীপুর ধুবড়া।

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were adminte red

Signed D. V. Sapray
Bankipore

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the Town. It was however administered in two two cases with successful result.

Signed W R Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharaja of Burdwan to inform you that during the recent out-break of chcera in this place, your pills were tried in sevral cases, which occured among the servants of His Highness, and were found to be efficacous.

Signed T. B. Miller
Private Secretary.

Yor cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your nedicine at first, but I administered it in 3 caes given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recovered within six hours by uing only two pills each. The other a child tookone pill which stopped his purging, vommitting, spasm and perspiration, and caused a discarge of urine but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The reslt was the disease relapsed, and the child died.

Two more cases have been cured, by your medicine.

Bepin Behary Dutt
Station Master, Doomrow.

am directied to say that your cholera pills are being tried by the Civil Surgeon of Rangoon and the result will be communicated to you as soon as a report is received.

Signed E. I. Sinkms B. C. S.
Junior Secretary to the
Chief Commissioner of Burma

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান
প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশ হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল । আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মা

অমৃত বাজার পত্রিকা

সন ১২৮৩সাল ২৩এ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার।

বিদেশী রাজার সঙ্গে কিসে ঘনিষ্ঠতা হয়।

মান্দ্রাজ টাইমস লিখিয়াছেন, যখন কুইন বিক্টরিয়া এম্প্রেস উপাধি প্রকাশ্যরূপে গ্রহণ করিবেন তখন অনেক কারাগারবাসীকে মুক্তি দেওয়া হইবে। তিনি বলেন, এই উদ্যোগে সৈনিক বিভাগের কোন২ বন্দীকে মুক্ত করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট ইহার তালিকা সেনাপতির নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন এবং সেনাপতি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে এই তালিকা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজের জেল ইনেস্পেক্টর জেনারেলের নিকট মান্দ্রাজ বিভাগের কোন্ কোন্ সিবিল জেলবাসীদিগকে মুক্ত করা যাইতে পারে তাহার তালিকা গবর্ণমেণ্ট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন এবং ইনেস্পেক্টর জেনারেল ইহার তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। আবার ডেলিনিউজে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পোর্ট ব্লেয়ারে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত যে সমুদয় এ দেশীয় বন্দিরা প্রেরিত হইয়াছে তাহার ৩ শত বন্দীও এই উপলক্ষে মুক্তি লাভ করিবে। ইতি পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় যে অন্যান্য জেল হইতেও বন্দী মুক্তি লাভ করিবে। দরবার উপলক্ষে শুদ্ধ এই সদনুষ্ঠান হইবে না, আরও দুই একটী সদনুষ্ঠান হইবে। অন্ততঃ আর একটীর কথা আমরা শুনিয়াছি! এই উপলক্ষে গবর্ণর জেনারেল বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ও বাঙ্গলার জন কয়েক এ দেশীয় রাজ কর্ম্মচারীদিগকে সিবিল সরবিসে প্রবেশ করাইবেন। এই উপলক্ষে কেহ কোন উপাধি প্রাপ্ত হন কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু শুনা যাইতেছে বাঙ্গলার ১০ হাজার রাজভক্ত ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট সুখ্যাতি পত্র প্রদান করিবেন। গবর্ণমেণ্ট যদি শুদ্ধ এই কয়েকটি অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষান্ত থাকেন তাহা হইলে আমরা অতিশয় মনক্ষুণ্ণ হইব।

পর দ্রব্য লুণ্ঠন করা যেরূপ পাপ পর দেশ বল দ্বারা অধিকার করা তাহা অপেক্ষা কম পাপ নহে, তবে পর দেশ অধিকার করিয়া যদি দেশের উন্নতি করা যায়, দেশবাসীদের সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে এই পাপ ক্ষালন হয়। ইংরাজেরা যদি ভারতবর্ষের মঙ্গলের যত্ন না করিতেন তাহা হইলে সে পাপের নিমিত্ত তাহাদের ভারতবর্ষ হইতে শুদ্ধ বিতাড়িত হইতে হইত না, ইংলণ্ডও এই পাপে রসতলে যাইত। ইংরাজেরা এ দেশ অধিকার করিয়া এ দেশের বিস্তর অমঙ্গল করিয়াছেন কিন্তু মঙ্গলও করিয়াছেন। এই মঙ্গলের নিমিত্ত তাহারা এই সুদীর্ঘ রাজ্যে অখণ্ড প্রতাপে রাজ্য করিতেছেন এবং যত এই মঙ্গলের সংখ্যা তাহারা বৃদ্ধি করিবেন তাহাদের এ দেশীয় রাজ্য তত দৃঢ় হইবে। যে সমুদয় রাজ নীতিজ্ঞেরা মনে করেন যে, কঠোর শাসন দ্বারা তাহারা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন তাহারা বিষম ভ্রমে পতিত হন। ভারতবর্ষীয়দের যে বল বীর্য্য আছে ইংরাজেরা পদে২ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইংরাজেরা যখন এ দেশের যে বিভাগ অধিকার করিয়াছেন তখন তাহারা তাহাদের বাহুবল, কি অগ্নিবাণের ভয় প্রদর্শন করিয়াই কেবল জয় করেন নাই, তাহারা তাহাদের সদ্গুণ বিস্তার করিয়াও আমাদিগকে মোহিত করিয়াছেন। যখন প্রথম ইংরাজেরা এ দেশে প্রথম সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে বিবাদ করেন তখন এ দেশীয়েরা ইংরাজদিগকে দেবতা মনে করিত, তাহারা জানিত যে ইহাদের যেরূপ বল বীর্য্য আছে ইহারা তেমনি সাধু এবং এই সাধুতা থাকাতে এ দেশীয়েরা বঙ্গ দেশ নিজ হস্তে গ্রহণ না করিয়া ইংরাজদিগের হস্তে অর্পণ করে। যখন সিপায়ী যুদ্ধ উপস্থিত হয় তখন ইংরাজেরা সম্পূর্ণ এদেশীয়দিগের কৃপার পাত্র হইয়া পড়েন। তখন যদি উন্মত্ত সিপায়ীদিগের সঙ্গে এ দেশীয় স্বাধীন রাজারা যোগ দিতেন তাহা হইলে আজ ভারতবর্ষে কে রাজ্য করিত তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে হয় ত এত দিন ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ন্যায় স্বদেশীয় রাজার করতলে অবস্থিতি করিতে হইত। কিন্তু সে সময়ও এ দেশীয়েরা ইংরাজদিগের গুণে মোহিত হয়, তাহারা চিন্তা করে যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলেও ইহার যে অবস্থা হইবে ইংরাজ রাজ্যে ভারতবর্ষের অবস্থা তাহা অপেক্ষা উন্নতি হইবে, তাহারা এই নিমিত্ত যে স্বাধীনতার নিমিত্ত পৃথিবী কোটি কোটি বার নর রক্তে প্লাবিত হইয়াছে, যে স্বাধীনতার নিমিত্ত অসভ্যতম হইতে সভ্যতম সকলেই নররক্ত পাত করা পরম শ্লাঘা মনে করে, যে স্বাধীনতা পরম ধার্ম্মিক হইতে নাস্তিক পর্য্যন্ত জীবনের প্রধান পুরুষার্থ মনে করে এবং যে স্বাধীনতার নিমিত্ত হিন্দু জাতি স্বহস্তে পুত্র কন্যার শিরচ্ছেদ করিয়াছেন, ভারতবর্ষবাসীরা সেই স্বাধীনতার বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করে। যখন ইংরাজেরা প্রথম এদেশে প্রবেশ করেন তখন যদি এদেশীয়েরা ইংরাজদিগের সাধুতা বিস্মৃত হইয়া তাহাদের সমুদয় অত্যাচার ও অবিচারের কথা মনে করিতেন, তাহারা যদি মনে করিতেন যে ইহারা পদস্থ হইয়া নিরপরাধে নন্দকুমারের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে প্রাণ দণ্ড করিবেন এবং যে উমিচাঁদ তাহাদের নিমিত্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহার সহিত প্রবঞ্চনা করিবেন তাহা হইলে হয় ত তাহারা ইংরাজ জাতির হস্তে ভারতবর্ষ অর্পণ করিত না। আবার সিপাহী যুদ্ধের সময় যদি এদেশীয়েরা ইংরাজদিগের গুণরাশী বিস্মৃত হইত তাহা হইলে কেহ তাহাদের সাহায্যার্থে অস্ত্র ধারণ করিত না। সুতরাং যাহারা মনে করেন যে এদেশ কঠোর শাসন দ্বারা রাজ ভক্ত ও ইংরাজদিগের পদানত হইয়াছে তাহাদের ভ্রম। ষ্টিফিন সাহেব ফৌজদারি আইন কঠোর করিয়া ইংরাজ রাজ্য এদেশে দৃঢ় করেন নাই, শিথিল করিয়াছেন ক্যাম্বেল সাহেব জেলের কঠোরতা করিয়া আমাদের নির্ব্বীর্য্য করিতে পারেন নাই। ইহাতে আমাদের বীর্য্যের বৃদ্ধি না হউক ইংরাজ জাতির উপর অশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে। ডিসরেলি বলেন যে কুইন ভারতবর্ষের অধীশ্বরী পদ গ্রহণ করিলে এদেশে ইংরাজ রাজ্য আরও দৃঢ়ীভূত হইত। তিনি বোধ হয় এটি জানেন যে এম্প্রেস উপাধির এরূপ কোন শক্তি নাই যে যাহাতে কোটি কোটি লোক বন্দী হইবে। তিনি ইতিহাসবেত্তা তিনি বোধ হয় এটী দেখিয়াছেন যে যে রাজ্যের রাজা যখন এম্পারার উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন সেই রাজ্যের প্রায় পতন হইয়াছে। এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া পদ গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষের সঙ্গে মহারাণীর ঘনিষ্ঠতা হইবে তাহার সেই ইচ্ছা এবং এরূপ ঘনিষ্ঠতা হইলে যে এদেশে ইংরাজেরা চিরকাল স্বচ্ছন্দে রাজ্য করিতে পারিবেন তাহা সকলে জানেন। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে গেলে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করা প্রয়োজন। কুইন বিক্টোরিয়া আমাদের এবং তিনি নিস্বার্থভাবে রাজ্য শাসন করিবেন এটি আমরা যত দিন না বুঝিব তত দিন আমাদের মনে এই ঘনিষ্ঠতার উদয় হইবে না। দশ জন বন্দিকে খালাস দিউন আর পাঁচ জনকে সিবিলিয়ান করুন এবং দশ হাজার লোকের গলদেশে সুখ্যাতি পত্র বাঁধিয়া দিউন তাহাতে এ আত্মীয়তা হইবে না। ইহাতে এখন যাহা আছেন গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট তাহা অপেক্ষা অধিক আত্মীয় হইবেন না প্রত্যুত যদি ইংরাজদিগের কথার উপর আমাদের কোন কোন বিষয়ে অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে কেবল তাহারই বৃদ্ধি হইবে। পরিণামে ইহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবে না। গবর্ণমেণ্ট যদি পাঁচশত বন্দী না ছাড়িয়া দিয়া এই উপলক্ষে জেলের কঠোরতার সমতা করিতেন তাহা হইলে আমরা কতক সন্তুষ্ট হইতাম, যদি পাঁচ কি সাত জনকে এই উপলক্ষে সিবিল সরবিসে প্রবেশ না করিয়া সিবিল সরবিসে প্রবেশের পক্ষ আমাদের কোন সুবিধা করিয়া দিতেন তাহা হইলেও আমরা কতক সন্তুষ্ট হইতাম, যদি দশহাজার সুখ্যাতি পত্র না দিয়া আমাদের রাজ নৈতিক বিষয়ে কোন রূপ অধিকার দিতেন তাহা হইলেও আমরা কতক সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু যদি কেবল কাচের মালা দিয়া আমাদিগকে ভুলাইতে চাহেন তাহা হইলে ডিসরেলি দেখিবেন যে কুইনকে এম্প্রেস উপাধি প্রদান করিয়া তিনি আর একটি ভ্রম করিয়াছেন।

ইউরোপীয় যুদ্ধ।

যুদ্ধ অনিবার্য্য কি না তাহা এখন কেহ সঠিক বলিতে পারিতেছেন না। কিন্তু রুশ সম্রাট পূর্ব্বে যে সংকল্প করেন তাহার এক বিন্দুও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি পূর্ব্বে বলেন যে হার্জিগবিনিয়া, সার্বিয়া ও বলগারিয়া প্রভৃতি দেশ আর মুসলমান শাসনাধীন রাখা উচিত নহে, এখন ও তিনি তাহাই বলিতেছেন। তিনি ২২এ নবেম্বরে বলেন যে বলগরিয়া প্রভৃতি রাজ্য তিনি অধিকার করিবেন না, যদি তুর্কি সহজে এই কয়েকটী প্রদেশের শাসন ভার তথাকার খৃষ্টান প্রজাদের উপর অর্পণ করেন তাহা হইলে হয় ত নির্ব্বিরোধে সমুদয় গোলযোগ নিষ্পত্তি হইবে, যদি তুর্কি ইহাতে সম্মত না হন তাহা হইলে হয় ত তাহার কিছু দিনের নিমিত্ত উপরোক্ত কয়েকটী প্রদেশ নিজ শাসনাধীনে রক্ষা ও অধিকার করিতে হইবে। তবে তিনি এ সমুদয় দেশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিবেন না ও কনেষ্টেন্টিনোপেল অধিকার করার তাহার ইচ্ছা নাই। জগতে শান্তি বিরাজ করে ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, তাহার কোন দেশ অধিকার করা কি যুদ্ধ জয়ের গৌরব উপভোগ করা উদ্দেশ্য নহে, ইহা তিনি পুনঃ২ বলিতেছেন তথাচ ইংরাজেরা যে কেন তাহাকে সন্দেহ করেন তাহা বলা যায় না। রুশ সম্রাট একাকী অথবা প্রশিয় সম্রাটের সাহায্যে তুর্কির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতেছে ইহা ইংরাজেরা বুঝিতে পারেন না। ইউরোপীয় রাজারা প্রয়োজন হইলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া থাকেন, প্রয়োজন হইলে মৌখিক সখ্যতা দেখাইয়া গোপনে শত্রুতা করেন, আবার অনেক সময় স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত গোপনে পরস্পর সন্ধি স্থাপন করিয়া থাকেন, সুতরাং প্রকাশ্য রূপে যিনি যাহা বলুন ইহারা মনে মনে কেহ কাহারও কথা বিশ্বাস করেন না। ইহাদের প্রণয় জলের দাগ এবং খলের প্রণয়ের ন্যায়, ইহারা শেয়ানার ন্যায় মুটুম হাত দূরে থাকিয়া পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করেন। ইংলণ্ড এই নিমিত্ত প্রশিয়ার ও অন্যান্য রাজ্যের প্রকৃত অভিসন্ধি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত লর্ড সেলিসবারিকে প্রেরণ করেন। আমাদের ষ্টেট সেক্রেটরি এখন ইংরাজদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চতুর। ইনি বিসমার্কের নিকট গমন করেন, তাহার প্রকৃত অভিসন্ধি অনুসন্ধান করিবার অনেক যত্ন করেন কিন্তু বিসমার্ক অভেদ্য, তাহাকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই। প্রশিয় মন্ত্রী লর্ড সেলিসবরিকে বলেন যে তাহারা কিছুরই মধ্যে থাকিবেন না। ইংলণ্ড হয় ত বিসমার্কের এ কথা বিশ্বাস করেন নাই তবে তাহার ইহা বিশ্বাস করা ভিন্ন আর উপায় নাই। ৪ঠা ডিসেম্বরে বার্লিনের মহা সভা সংক্রান্ত ভোজ হয়। বিসমার্ক এই ভোজ উপলক্ষে একটী বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতায় তিনি বলেন যে ইউরোপে আপাততঃ যে যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা হইয়াছে ইহা নির্ব্বিরোধে নিষ্পত্তি হইবার আর ভরসা নাই, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন না, নির্বিরোধে নিষ্পত্তি হইবার এখনও অনেক ভরশা আছে তবে যুদ্ধ যে হইবে না তাহাও তিনি বলিতে পারেন না। রুশিয়াকে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়ার পরামর্শ প্রশিয় এখন দিবেন না। এ পরামর্শে এখন কোন ফল ফলিবে না। তুর্কি ও রুশিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া উভয়ে কিছু ক্লান্ত হইলে প্রশিয় ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন। তিনি ভরসা করিতেছেন ইংলণ্ড প্রকাশ্য রূপে রুশিয়ার বিরুদ্ধ যুদ্ধ করিবেন না তবে তুর্কিকে গোপনে সাহায্য করিলেই তিনি কার্য্যের

পক্ষে এক রূপ অস্ত্র ধারণ করিলেন। প্রশিয় বটে যন কোন পক্ষে থাকিবেন না কিন্তু যদি অষ্ট্রিয় যুদ্ধে বর্ত্ত হইতে বাধ্য হন এবং যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া অষ্ট্রিয়া জ্যের কোন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহা হইলে শিয় গবর্ণমেন্ট তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইবেন। ষ্ট্রিয়াকে অনেকে যেরূপ নির্ব্বীর্য্য ও নির্জীব মনে রেন, অষ্ট্রিয়ার অবস্থা প্রকৃত তাহা নহে। তাহার এখন শেষ বলবীর্য্য আছে। তিনি এ কথা লর্ড সেলিস-রিকে বলিয়াছেন। ইংরাজেরা এ পর্য্যন্ত কি করেন স্থর করিতে পারেন নাই। তাহারা এ পর্য্যন্ত কেবল যাহাতে যুদ্ধ না হয় তাহারই যত্ন করিয়াছেন, এখনও তাহাদের সেই যত্ন। ইংলণ্ডের এই রূপ যত্ন দেখিয়া বাধ হয় বিসমার্ক শান্তি স্থাপনের বিষয়ে এখনও নরাশ হন নাই। ফ্রাঙ্ক-প্রশিয় যুদ্ধের পর অবধি ইংলণ্ড কোন বিষয়েই তত সাহস প্রদর্শন করেন নাই। বিসমার্ক মনে মনে ভাবিতেছেন এবারও রুশ সম্রাটের তাড়াতে ইংলণ্ড পিছুইয়া যাইবেন। তুর্কির একলা যুদ্ধে প্রবেশের সাহস হইবে না সুতরাং যুদ্ধও হইবে না। রুশিয়া নির্ব্বিবাদে আপন ইচ্ছামত তুর্ককে খঞ্জ করিবেন। তবে এরূপ সিদ্ধান্ত যে ভ্রম শূন্য হইবে তাহাও তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইলে কাপুরুষেরাও বলবীর্য্য দেখায়। যদি এবার ইংলণ্ডে রুশিয়ার ধোমকানিতে তুর্কিকে এই বিপদ কালে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। তিনি শুদ্ধ চিরকালের জন্য ইউরোপে অপদস্থ হইবেন না, তাহার ভারতবর্ষ রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিবে। সুতরাং ইংলণ্ডের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এবার যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতেই হইবে। ইংরাজেরাও এটী ক্রমে বুঝিতেছেন। যদিও ইংলিশ গবর্ণমেন্ট এখন ও যত্ন করিতেছেন যাহাতে নির্বিরোধে গোলযোগ নিষ্পত্তি হয়

ইংলণ্ডের সম্বাদ পত্রেরা এক বাক্য হইয়া বলিতেছেন যে রুশিয়াকে কোন মতে কনেষ্টেন্টিনোপেলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। রুশ সম্রাট যদিও একটু অভিমানী হইয়া বলেন যে ইংলণ্ড তাহাকে কেন অবিশ্বাস করেন তাহা তিনি জানেন না, সংসার হইতে শান্তি বিনাশ করা তাহার উদ্দেশ্য নহে, শান্তি স্থাপন করাই তাহার সকল কার্য্যের মুল, কিন্তু তথাচ ইংরাজেরা তাহাকে বোধ হয় বিশ্বাস করেন নাই। ইউরোপীয় সম্রাটেরা শান্তির নাম করিয়া শান্তি নষ্ট করেন। নেপলিয়ান বোনাপার্টি যখন ইউরোপে নর রক্তের তরঙ্গ উঠান তখন তিনি রাত্র দিন শান্তি শান্তি বলিতেন। যদি এম্পারার আলেকজাণ্ডার এত শান্তিং না করিতেন, যদি তাহার পৃথিবীর দুর্গতি দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ না হইত তাহা হইলে বোধ হয় ইংলণ্ড এত ব্যস্ত হইতেন না। বিসমার্কের বক্তৃতা দ্বারা ইংলণ্ডের আরো উদ্বিগ্নের বৃদ্ধি হইবে। বিসমার্ক বলিতেছেন যে তাহারা রুশিয়ার সাহায্য করিবেন না, তবে অষ্ট্রিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া যদি বিপদাপন্ন হন তাহা হইলে তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়া যুদ্ধে যে প্রবর্ত্ত হইবেন তাহা এক রূপ স্থির হইয়াছে এবং অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়া যে উভয় একত্র হইয়া যুদ্ধ করিবেন তাহা ও স্থির হইয়াছে। এবং বিসমার্ক যাহা বলিতেছেন তাহাতে ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে যদি অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়া একত্র হইয়া অপর কাহার সাহায্য না লইয়া যুদ্ধ করিতে পারেন ভাল, তাহা যদি না পারেন তাহা হইলে প্রশিয়া অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দিবেন। অর্থাৎ রুশ সম্রাট যে যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিতেছেন প্রশিয়া তাহার বিপক্ষ নহেন এবং তাহার প্রতি ঔদাস্য ও দেখাইবেন না, সাহায্যের প্রয়োজন হইলে সাহায্য করিবেন।

আবার একটী জনরব।

দিল্লী গেজেটের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে ইংরাজদিগের সঙ্গে কাবুলের যুদ্ধ সত্বর আরম্ভ হইবে। দিল্লী গেজেট লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষে সত্বর যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এ সম্বাদটী আমাদের প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমরা দেখিতেছি ইহা ক্রমে সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। কাবুলের আমিরের সঙ্গে যে সত্বর যুদ্ধ আরম্ভ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমিরের যেরূপ মতিচ্ছন্ন হইয়াছে তাহাতে এবার ইংরাজেরা কাবুলের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলে নিশ্চয় উহা অধিকার করিতে পারিবেন। কাবুল অধিকার করিবার নিমিত্ত সত্বর এক দল সৈন্য সুসজ্জিত হইবে। ইংরাজেরা আমিরের সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি যত্ন করিলেন তথাচ তাহাকে বাধ্য করিতে পারিলেন না। রুশ সম্রাটের সঙ্গে আমির কোন রূপ আত্মীয়তা না করেন ইহার নিমিত্ত ইংরাজেরা আমিরকে কত উপদেশ, কত বিনয় করিলেন কিন্তু তিনি তাহা কোন মতে শুনিলেন না। আমির ইংরাজদিগকে উপেক্ষা করিয়া রুশের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেছেন। বোধ হয় ২৫ হাজার সৈন্য কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিবে এবং প্রয়োজন হইলে প্রধান সেনাপতি স্বয়ং সৈন্য দলের উপর কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করিবেন। যদি অল্প সংখ্যক সৈন্য দ্বারা আমিরকে শাসন করার সম্ভব থাকে তাহা হইলে সেনাপতি যাইবেন না, জেনারেল ডোনেলড ষ্টুয়ার্টের কর্তৃত্বাধীন সৈন্য দল রক্ষিত হইবে। কাবুলের সঙ্গে ইংলিশ গবর্ণমেন্টের মনোবিচ্ছেদের কারণ দিল্লীর দরবার। গবর্ণর জেনারেল আমিরকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। আমির এই নিমন্ত্রণের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেন্ট অতিশয় অপমানিত হইয়াছেন সুতরাং যুদ্ধ ভিন্ন এ অপমান ক্ষালনের আর উপায়ন্তর নাই। রুশেরা কাবুলে প্রবেশ করিয়াছে এবং আমির রুশদিগের পরামর্শে ইংলিশ গবর্ণমেন্টকে এই রূপ অপমান সূচক পত্র লিখিয়াছেন।"

দিল্লী গেজেটে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে এটী কতক সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে প্রকাশ হয় যে ইংলিশ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি কাবুল হইতে অভিমান করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। রুশ গবর্ণমেন্ট কাবুলে এক জন দূত পাঠান। ইংরাজ প্রতিনিধি আমীরকে রুশ দূত দরবারে স্থান দিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন যে ইংরাজদিগের সঙ্গে রুশের শত্রুতা আছে, আমির যদি রুশের সঙ্গে মিত্রতা করেন, তাহা হইলে তিনি প্রকারান্তরে ইংরাজদিগের প্রতি শত্রুতা দেখাইবেন। আমির এ প্রতিবাদের প্রতি কর্ণপাত করেন না। ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি এই নিমিত্ত আমিরের দরবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আইসেন। লাহোরের ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ান পত্রে এই সম্বাদটী প্রকাশিত হয়। পাওনিয়ার যদিও স্বীকার পান যে ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি কাবুল হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন কিন্তু তিনি অভিমানী হইয়া যে আসিয়াছেন ইহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে কোন গুরুতর পরামর্শের নিমিত্ত প্রতিনিধি লর্ড লিটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। এখন বোধ হইতেছে ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ান যাহা বলেন তাহা সত্য। আমির ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে এই বার কেবল অপমান করেন নাই, বরাবরিই অপমান করিয়া আসিতেছেন। কাবুলে এ পর্য্যন্ত তিনি কোন সূত্রে একটি ইংরাজ প্রবেশ করিতে দেন নাই, অথচ কাবুলিরা এখানে অনায়াসে আগমন করে। আমির যখন ইয়াকুব খাঁকে বন্দী করেন তখন লর্ড নর্থব্রুক তাহাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমিরকে বলিয়া পাঠান, কিন্তু আমির তাহাতে কর্ণপাত করেন না। কিন্তু তখন ইংরাজ জাতির রাজনীতি সম্পূর্ণ অন্য রূপ ছিল। তখন যাহাতে ভারতবর্ষে কি ইউরোপে ইংরাজদিগের কোন রূপে যুদ্ধে প্রবেশ করিতে না হয় ইহাদের সেই যত্ন ছিল। এখন তাহারা সে রাজনীতির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহারা এখন বুঝিয়াছেন যে মানুষের কাল ঘুচে। নতুবা পূর্ব্বে হইলে আমির দরবার সম্বন্ধে যে অপমানই করিয়াছেন তাহার কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করিতেন না। কাবুলে যুদ্ধ হইলে তাহার পরিণামে কি হয় তাহা বলা যায় না। সেবার এক কাবুলিরা ইংরাজ সৈন্যকে বিপদাপন্ন করে, এবার আবার রুশেরা তাহাদের সাহায্য করিবে। আবার এ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা প্রাণপণ করিয়া তাহাদিগকে বন্দুক ও বারুদ গুলি দিয়া যুদ্ধের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যদি সৌভাগ্যক্রমে দিল্লী গেজেট যেরূপ আশা করিতেছেন ইংলিশ গবর্ণমেন্ট কাবুল যুদ্ধে সেই রূপ জয়ী হন তাহা হইলে রুশেরা অনেক খর্ব্ব হইবে। আমাদের বোধ হইতেতেছে যে রুশেরা একেবারে ইউরোপ ও আশিয়া উভয় দিক হইতে ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। কিন্তু রুশদিগকে সাবাশ, ইউরোপে মুসলমানদিগকে শাসন করিবার নিমিত্ত খৃষ্টানদিগকে উত্তেজিত করিতেছে আবার এ দিকে তুর্কির কেবল মাত্র আত্মীয় ইংরাজদিগের বিপক্ষে কাবুলের মুসলমানদিগকে উত্তেজনা করিতেছে।

আমরা এই পত্র খানি এ স্থলে গ্রহণ করিলামঃ—

আপনার গত সংখ্যক পত্রিকা মধ্যে পোর্টব্লেয়ারের নির্ব্বাসিত কয়েদিদিগের মুক্তির বিষয় পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। আহ্লাদের কারণ স্বার্থ। আণ্ডামান নির্ব্বাসিত স্থান হইবার পূর্ব্বে যে সকল দ্বীপে কয়েদিগণ প্রেরিত হইত এই স্থান অর্থাৎ কায়েকফিউ (Kyouk Phyoo) তন্মধ্যে একটী। এটী আরাকানের অন্তঃবর্ত্তী। এখানে অদ্যাবধি শতাধিক দায়মলি কয়েদি আছে এবং আমিও তন্মধ্যে এক জন। সম্পাদক মহাশয়, কয়েদি বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। আমার যাহা বক্তব্য তহাতে কর্ণপাত করিয়া বাধিত করিবেন। আমি এক জন ভদ্র কুলোদ্ভব রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছে। দৈব বিপাকে ও জ্ঞাতি বিবাদপ্রযুক্ত একটী হত্যাকাণ্ডে দোষী সপ্রমাণ হইয়া ৫৬ বৎসর বয়ক্রম কালে চির জীবনের জন্য এই কারানিবাসে প্রেরিত হই। তদবধি ৩০ বৎসরের অধিক কাল হইল এই অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছি। এই কালের মধ্যে প্রায় ষোল বৎসর কঠোর যন্ত্রণার সহিত কারাগৃহে ছিলাম, শুদ্ধ আমার বৃদ্ধতা নিবন্ধন ভারি লৌহ বহন করিতে হয় নাই। তৎপরে ডাক্তার মাউয়েট সাহেবের অনুগ্রহে কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাই (অর্থাৎ Ticket of Leane Prisoner হই।) এত কালের মধ্যে আমি কখন অপরাধ করি নাই। পূর্ব্বে জেল খানার কয়েদিদিগের আপন আপন অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হইত। এই জন্য আমার কখন বিজাতীয়ের অন্ন উদরস্থ হয় নাই। এত দিন যে বৃদ্ধ হইয়াছি তথাপি কোন ক্রমে এক সন্ধ্যা নিজ হস্তে আহারীয় প্রস্তুত করিয়া থাকি। কিন্তু দিন দিন জীর্ণাবস্থা দেখিয়া কত দূর যে ভীত হইয়াছি তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দুই বৎসর গত হইল যৎ কালে চিফ কমিসনার মহোদয় এখানে শুভাগমন করেন তখন আমরা কয়েক জনে তাঁহার নিকট আমাদিগের দুঃখ অবগত করায় তিনি আশ্বাস বাক্যে আবেদন করিতে অনুমতি করেন ও আমরা তদনুসারে আবেদন করি এবং উক্ত মহোদয় আবেদন পত্র সকল আগ্রহের সহিত কলিকাতা ও এলাহাবাদ পাঠাইয়া দেন। যে খানি এলাহবাদে প্রেরিত হয় তাহার প্রত্যুত্তরে আবেদক শ্রীঠাকুর দিলের খালাসের হুকুম হয়, কিন্তু আমাদিগের প্রার্থনায় কলিকাতার লেফটেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর কর্ণপাত করেন নাই। আমি তাহার পর ক্রমান্বয়ে ৩ খানি দরখাস্ত করিয়াছি। দুই বার ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকিট তৎসঙ্গে দিয়াছি কিন্তু কিছুতেই গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহকে উদ্দীপ্ত করিতে পারি নাই। অবশেষে সম্পাদক মহাশয়, আমি আপনার শরণ লইতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বিষয় দয়াবান গবর্ণমেন্টে গোচর করাইয়া আমার মুক্তি লাভের উপায় করিয়া

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THURSDAY, DECEMBER 7, 1876.

We are glad that Babu Girija Sankar Sen, Barister-at-law, son of the Hon'ble Ram Sanker Sen, has returned from England.

———ooo———

A correspondent informs us and we are glad to learn it that the explanation given by Babu Durga Pati Banerjea in connection with the late *Behar Herald* case has been considered satisfactory by Government.

———ooo———

It is perhaps for the first time within the recollection of the citizens of Calcutta that the house rate has been fixed at 7 per cent. We are really glad to find that the advantages of an Elective Municipality are being appreciated. The most violent opponents of the system are now as violent in praise of it.

———ooo———

We are exceedingly glad to learn that Doctor Annada Charan Kastagiri has been appointed Civil Medical Officer on a salary of Rs. 400 per mensem. He has been posted at Shibsagar. A Bombay Paper states that Srimunta Nana Saheb Purundare of Sasbada has been offered by the Commander-in-Chief of that Presidency the post of a Commissioned offiecr in the Military Department. The Salary of the post is said to be Rs. 500 month.

———ooo———

The *Delhi Gazette* pbulishes the following intelligence :—

We would not even now give publicity to the rumour afloat for the past few days, relating to the probability of a war on the frontier, but it is fast spreading. There can be no doubt that war with the Amir of Afghanistan is imminent ; and war with that misguided man means a second, and, of course, a far more complete and successful invasion of that province—the neutral zone of the optimists of the masterly-inactivity shool of politicians !

We have it on good authority that a force will be prepared shortly for the stern work of completely subduing a people who, despite all friendly advice, warning, and remonstrance, have allowed themselves to be made the "catspaw" of the unscrupulous power bent upon "the subjugation of the human race', and aspiring to "universal Empire." Should the force needed, we are informed, be tweenty-five thousand men, His Excellency the Commander-in-Chief will head it in person. If a smaller body be deemed sufficient for the work on hand to be efficiently performed in all respects, General Donald Stewart will be appointed to lead.

The reply of the Amir to the invitation to take part in the Delhi Assemblage is, we are assured, most insolant, and of such a nature as could not be tolerated by the British Power. It reveals the sad fact that he has been influenced to his own destruction by Russian emissaries ; and Russian officers are, it is said, at this moment at Cabul, instigating an open rupture with the British Government. They have succeeded, it appears ; but we may safely affirm that their aid will be as useless to the Afghans as it has been to the Servisns.

———ooo———

We have much pleasure in giving a prominent insertion to the following appeal to the Nobles and gentlemen, who have been invited at the Imperial Assemblage :—

Sir,—We beg to submit for your earliest consideration a suggestion which has occurred to us in connection with the Imperial Assemblage at Delhi, and we request your hearty co-operation in assisting us to carry it out in a way befitting the occasion and the interests involved in its success.

We understand that you have been honoured by the British Government with an invitation to attend the gathering at Delhi and that you have accepted the ivitation. Similar invitations have been issued to all whose rank or noble birth or riches or munificence or public spirited activity or religious sanctity or long and distinguished service or scholarly repute entitled them to such a distinction. The honor that has been paid to you in your personal or representative capacity is regarded by us as an honor to the nation to which you belong, and we have no doubt that the gathering of so many representative men from all parts of India is an event of national importance and that it will be regarded in all future history as the commencement of that fusion of races and creeds, the second birth of the great Indian nation for which we have all so long prayed and dreamed, and which has been so wonderfully brought about by Providence through strange agencies. On such an occasion it behoves you to sink the invidual and the temporary in the national and permanent concern of the event and to prove to the world that you are fully alive to the greatness of the responsibilities thrown on you by being thus singled out to represent all that is great and good, true and hopeful in this vast country. Never since the introduction of foreign rule in this country has such an assemblage been brought together, and it is in justice due to the great power under whose sheltering wings we have learned to out. grow our small differences and feel as one nation with a great past behind and a greater future before us, it is justly due to the British Government that you should not allow yourselves to be dazzled by the gaities of the gathering, but learn the great moral lesson of healthy self-sustained and joint political action which such an event is so well calculated to teach. You are the great notables of the land the first parliament of the united Indian nation, the firs' congress of the representatives of the diverse states andt nationalities which make up a body politic in India. This first assembly is cenvened as a prelude to great events in which India united with England indissoluble ties will play a great part in the world's history. We are on the eve of great revolutions, England feels the value of this noble dependency of the Imperial Crown, and is prepared to stand in arms single-handed against a host of foes to preserve its hold on this country. At such a time we must all rise to the height of the situation and permanently ensure the union by responding to the noble call made on us.

Having thus briefly suggested the view of the great gathering as it strikes us on this side of India we propose by way of giving it practical effect the following programme of work to be done at the assemblage.

1. We pray that you will make it a point of duty tc see each other individually during your stay at Delhi, and bid wellcome to each other foregoing all reserve and petty misunderstandings which have separated as long enough to our ruin.

2. We propose further that you will all meet together in private gatherings and discuss with each other our present situation and future prospects.

3. This great act of condescension on the part of our most Imperial Majesty in taking a purely Indian little and in bringing all India together demands loyal recognition, and we propose accordingly that a united address from all India may be presented by you at the foot of the throne in humble but hearty response to the gracious proclamation which His Excellency the Viceroy will issue on this occasion. A draft of such a reply being the petition adopted by the people of this presidency in anticipation of this event is sent to you herewith for your adoption with such modifications as may approve themselves to you.

4. We request that you will, independently of the invitaion you have received from Government, secure from the inhabitants of the town or district to which you belong the necessary written authority empowering you to present the address in the name of the millions who will not be able to attend in person at the gathering.

5. In conclusion we request that you will take this subject into your early consideration, and secure the sympathy and assistance of those who will feel with us and with you in this matter. An early answer will oblige.

We beg to remain &c.

POONA, 31st November. 1876 } (Sd.) Sadasiva Ballal Govandye } Gunesh Wasoodeo Joshi.

The gentlemen who have made the above appeal are too well known in India to need any introduction from us.

———ooo———

THE FENUA OR THE FATIKCHERY CASES.—We think our readers may recollect the chief features of these cases, we shall therefore merely allude to them. We shall narrate the facts almost in the words of the Legal Remembrancer, who, of course, stated those which were found in the records. On or about the 6th January the villagers in the neighbourhood of the Lelang khal, near Fenua factory, Chitagong district, commenced to make an embankment across the stream. The tea-garden of a Mr. Webster was within three quarters of a mile from that embankment. It was completed on the 12th of February, so from the 6th of January to the 12th of February he had ample opportunity to get that embankment removed. This bund benefitted the ryots immensely, though it put the planters into some inconvenience. It was admitted by the defendant Webster that a bund had been erected in previous years but lower down the khal. If Mr. Webster was interested in removing the bund, he however, made no proper application for its removal. It was his duty to have gone to the Magistrate, and to have applied to him to serve a notice on the parties who erected the bund, under sections 518 and 523 of the Criminal Procedure Code. Mr. Webster was told by the ryots that if he cut the bund, they would sue him in the civil court. It was said that Mr. Webster had applied to the Police ; but the police had no authority to cut the bund, and very properly referred Webster to the Magistrate. These then were the facts up to the 12th of February, and on that day, Webster called together a large body of coolies, not only from the garden in the immediate vicinity, but from the neighbouring gardens, and went in force to cut the bund. He was accompanied by three other Europeans, who were armed with guns; and we have it on Macdonald's evidence that blows were exchanged between the rival parties, but it did not appear from which side the first blow proceeded ; then there were two shots fired, and these first two shots apparently fired over the heads of the people. The villagers on the bund, thinking that the shots were fired merely to intimidate them, refused to quit their post. Other shots were then fired and the result of this was that six persons were wounded, two of them severely, with 67 shots from breech-loaders. Huts were set on fire but there was not sufficient evidence to show that it was done by Webster's party. Then there was a number of cases and cross cases. The ryots charged the tea-planters with committing riot, arson and grievous hurt and got them fined. The Magistrate of the district then ordered criminal proceedings to be taken against the ryots who had prosecuted, for having given false evidence in those cases and for committing riots. The men, charged with perjury, were found guilty by Mr. Veasy, the Joint Magistrate, and sentenced to six months' rigorous imprisonment.

It was some months since we first brought these facts to the notice of the public, and subsequently others took up the subject. At last the Government was moved and instructed the Legal Remembrancer to move the High Court for enhancement of the punishment of the European tea-planters, who were merely fined for the serious offences they had committed. In the meantime, Babu Akhil Chander Sen of the High Court out of pity for the poor ryots who were incarcerated for perjury engaged Babu Monmohun Ghose to make an appeal to the High Court for their release. The case against the European tea-planters Messrs. Webster and Macdonald came on the 1st instant before Justices Markby, Ainslie, and Morris. Webster was defended by Mr. Evans. The gist of the argument of the defendant's counsel was this. First that Webster was already fined 500 Rs and that when the expenses to which he had been pou in the case by these proceedings were considered, Rs. 3000 would barely cover the whole, and there was the harassment to be considered also. This it was contended, was sufficient punishment for a man of Webster's position and that there was no need for increasing the same. But Mr. Evans ought to know that Rs. 3000 is almost no punishment for a would be murderer, for it was purely an accident that the ryots were not killed by the indiscriminate firing of Webster's party. Then there are very many instances in which innocent men have been put to much larger expenses in consequence of criminal prosecutions. Sometime ago a Zemindar had to spend 50 thousand rupees for a case with which he had nothing to do. The case of Lalchand is still fresh in the minds of all. We may enumerate many other instances but it is not necessary. Surely when innocent men have to expend thousands and thousands of rupees for false prosecutions, Rs. 3,000 is not too much for a man like Webster, who has been found guilty, under sections 141 and 148 of the Penal Code. Mr. Evans ought to have known also that the law expenses of this case will not be paid by Webster himself but the firm to which he belongs. As regards harrassment, why, of the number of persons annually tried, more than half are acquitted and they as natives are much more harrassed than their white brethren. The next argument of the Counsel was that there was no element of cruelty and cowardice. Of course there was none, for Webster's men simply fired breech-loaders at some defenceless ryots ! It was also urged that there was no serious injury, but the fact is on record that two men have been disabled for life by the shots they received. Mr. Evans finally made an appeal to the mercy of the Judges, saying that the imprisonment of the defendant would ruin his prospects and business. Mr. J. D. Bell, Counsel for Mr. Macdoland also made a similar appeal on behalf of his client. The Court however passed the following judgment :—

"*Markby*, J.--In these two cases, we are asked by the Government to declare that the sentences passed upon the defendants by the Deputy Magistrate are inadequate, and in lieu thereof to pass proper sentences. In our opinion the sentences passed by the Deputy Magistrate are inadequate, seeing that the defendants went out to accomplish their object with the use of force. and with the deliberate intention of using fire-arms should necessity arise. We have taken all the circumstances of the case into consideration, and we are of opinion that in addition to the fines already inflicted upon them, they should each be sentenced to suffer rigorous imprisonment for the term of two calendar months, such imprisonment to commence in respect of each of the defendants from the dates upon which they may be arrested. We pass sentences npon them accordingly. This order will be certified to the Deputy Magistrte of Chittagong.

The appeal of the perjury case in which the ryots were convicted was taken up by the High Court on the next day. The perjury consisted in this. In the cases in which Messrs. Webster and Macdonald were tried and fined, the wounded man deposed that Mr. Webster, the burrah shaheb, had fired at them, whereas Mr. Macdonald, the chota shaheb, stated that it was he (Macdonald) and not Mr. Webster who had done the firing. Here was the perjury. Heaven alone knows who committed the perjury, the wounded men or the European. Evil intention is essential in criminal punishment, but admitting that Mr. Macdonald spoke the truth there is nothing to shew that such intention existed on the part of the ryots. They miaht have made a mistake. There was every chance of committing a mistake in that way. There was a large crowd, and it was not easy to discern who did the firing business. Then it is quite possible for the ignorant natives to mistake one European for the other. Granting what the Magistrate said, who is the greater criminal, the European who fired upon a defenceless crowd and shot down six of them, or the natives who stated a falsehood under a wrong impression ? Yet the European was fined only one hundred rupees and the natives were sent to jail for 6 months. Such is Muftsil justice. But let that go. Mr. Ghose, Counsel for the defendants, applied for a review of the proceedings. Mr. Bell, the Legal Remembrancer, on behalf of the Crown, opposed the motion. He said that with regard to the questions of fact, it was uot his intention to offer any observation. If upon the facts of the case, the Court should consider that the ryots had been unjnstly or unfairly dealt with, he hoped that such injustice would be at once redressed. But he should oppose the prisoners being releasd on the points of law which had been urged, as they were, in his opinion, altogether untenable and, if established in the present ease, would operate as inconvenient precedents in future. Some apparent misrepresentation of facts was then pointed out by the Legal Remembrancer. One of the principal gronnds in the petition of appeal was that the Magistrate had withdrawn the case from the file of Mr. Sarson, a first class Deputy Magistrate, after that officer had taken the depositions of seven witnesses. Mr. Bell stated that these witnesses had not been examined in the perjury, but the riot, case, and he referred the Court to look at Mr. Sarson's record to see whether his statement was correct or not. Mr. Ghose replied that the Judge in the Lower Appellate Court had remarked in his judgment that these seven witnesses had been examined in the perjury case. After some further disussions, the case was postponed and the District Judge was called upon to to state on what grounds he had remarked in his judgment that seven witnesses had been examined by Mr. Sarson in the perjury case. On receipt of a reply from the Judge, a day would be fixed for the further hearing of the case.

———ooo———

THE DOG CASE OF RAJSHYE :—The action taken by Sir Richard Temple in connection with the Fenua cases, is unparalleled in the annals of British administration in India. Lord Lytton's Fuller

minute has powerfully convulsed Indian society, so has the case of Welds of Madras; but the Webster-Macdonald case will have no such powerful effect. Lord Lytton's minute, as more comprehensive in its range, will do greater good to the country, than the Weld case of Madras; the Weld case is a check to Civilian high-handedness in Madras; while Websters and Macdonalds are only private individuals. From this point of view the Fenua affair sinks into utter insignificance when compared to the above two cases. But Lord Lytton had a policy to inaugurate, and the Duke of Buckingham had a petition before him to move him to action, but what Sir Richard did was of his own motion. There was no pressure from home, there was no case before him of which he was bound to take notice. The Fenua cases had been judicially decided and there was an end of the affair. There was no petition before him from the victims who had been oppressed. The oppressors were powerful Europeans enjoying sufficient influence to make even Governors tremble on their thrones. The victims were poor ryots in the distant District of Chittagong who had none in the world to raise a clamour for them either for love or money. Taking all these facts together we have come to the conclusion that the action was one that should entitle Sir Richard Temple to the deepest gratitude of the nation.

When Mr. Meares, *the first European ever rigorously imprisoned for assaulting a native*, was punished, and a hue and cry raised against the Magistrate, it was Sir Richard Temple who stood by him. Is it not then somewhat inexplicable that the dog case of Rajshye, which created perhaps a greater discontent in the country than even the Fenua cases of Chittagong, should fail to move the Lieutenant Governor, who is always moved at the cries of the weak and the unprotected? It is true that Mr. Clay, the trying officer has his promotion suspended for six months, and that it would be no doubt some punishment if there was a chance of that officer's getting any promotion within that period. But as it is not known that Mr. Clay had such a chance, the public are uncertain whether that was any punishment at all or not. The cause of the discontent is not however that Mr. Clay was so nominally punished, but the more guilty should escape scot-free. Mr. Clay was but a subordinate and his superior is partly responsible for his actions. But here his superior, as the party chiefly interested in the case, is almost entirely responsible for the grievous wrong done to a school boy and the feelings of the nation. We shall make a final appeal to His Honor to institute inquiries into the case, and pass some such order, as will at least satisfy the public, that there was no case of oppression in Bengal, during the Government of Sir Richard Temple that he did not take notice, and in which he did not do justice. There are facts in connection with the case which did not appear in the case which came before the High Court. These facts are so serious that we make no apology in giving a succint account of the whole case from the beginning. His Honor can easily verify them by calling for all the records of the case.

We do not remember the exact date, but it was sometime in May last, that Rajchander Das, a young lad of 17, of sickly and weak constitution, not long arrived in Rajshye, with a view of entering the local High School, was passing by when the cries of some women reached his ears. Being naturally a kind-hearted soul, he at once flew to the spot from whence the cries came. He saw a whole pack of dogs belonging to Mr. D'Oyley, the Magistrate, let loose, followed by a mehter, who had hold of a small terrier which was in chain. The loose dogs rushed at a goat, seized it by the throat, and had nearly finished it. The goat belonged to some poor women, who, frightened at the sight of the ferocious dogs, were screaming out. The mehter was in a confusion, and in going to restrain the greyhounds let loose the terrier also. He however got hold of the terrier and beat it by the chain. As ill luck would have it, the small dog received some hard beating in a delicate part and fell dead. Now this terrier was the pettest dog of Mrs. D'oyley. The mehter was naturally greatly alarmed at this mishap. Mr. D'Oyley might put him to the rack or flay him alive for aught he knew. Rajchander Das though much affected with what he saw, was unable to do anything in consequence of his physical inability. The goat was in the meantime killed and the women the owners of it began to cry anew. This touched his heart very much and he remonstrated with the mehter for his negligence. But the mehter turned the table against him. He boldly charged Rajchander with killing the dog and the boy stood aghast. Such is Rajchander's statement. This may or may not be true, but it is immaterial, whether the dog was killed by Rajchander or the mehter. Rajchander was then taken to Mr. D'Oyley who was playing badminton. The Judge, the Joint Magistrate and some other European gentlemen were also in the play-ground. The mehter communicated the news of the pet dog's death to Mr. D'Oyley and pointed to Rajchander as the author of it. Without waiting to enquire whether the poor boy had to say anything in his favor, he at once raised his badminton bat and gave him such a blow as to cause the blood gush out of his head. Rajchander nearly fainted away. Mr. D'oyley laid hand on the wound and tried to prevent the gush of blood. But Rajchander's cloth was soon besmeared with blood. One would think that the Magistrate was appeased, but Rajchander's misery had only commenced. He was sent to the thana, and thence to the Assistant Surgeon for treatment. After two or three days, the wound began to heal, when Rajchander was again arrested by the police He was no doubt released on bail, but it was on the understanding that he would be criminally prosecuted for killing Mr. D'oyley's dog, and that the sections of the Penal Code under which he would be tried provide imprisonment for 7 years. The position of the boy could be easily imagined. Some advised him to lodge a complaint against the Magistrate for the wound on his head which was still bandaged, others dissuaded him from such a step and counseled him to throw himself at the Magistrate's mercy. The boy followed this counsel. His entreaties were, however, of no avail. He was tried, found guilty on almost no evidence, and sentenced to three months' rigorons imprisomment. Having been sent to the jail Rajchandar had no motive to deter him from lodging a complaint against the Magistrate for the wound which he had received at his hands. Accordingly he presented a petition. The case was however withdrawn in consequence of great deal of pressure which was brought to bear upon him and his friends.

Such are the facts of the case. When Mr. D'Oyly struck the boy which felled him and bled him profusely that was done under provocation. We cannot justify him, but frankly speaking, we can excuse him. That was a pet dog of his wife. He knew very well how the death of the dog would pain her. He was the Magistrate of a District in India, which means that he enjoyed almost absolute powers, and had never learnt to restrain his temper or to curb his will. In a fit of fury he gave the boy an Anglo-Saxon blow and felled him down. If the matter had ended here, there would have been no stir, no noise, and no irritation. But we have no language to condemn the meanness which could prompt after this to drag the wounded boy to prison. That was unworthy of a Magistrate, and an Englishman. The act was cowardly and mean in itself, but when we consider that it was done under the cover of his office as a District Magistrate,—an office which he accepted under oath to discharge conscientiously for the public good forgetful of private interests—— we can only pause and wonder that how a man of Mr. DOyly's position and education could so utterly forget himself. Mr. Clay was a tool and it is not creditable to him that he was the tool of such a man to do such a work.

——000——

THE DELHI DARBAR:—Many and diverse are the fortunes India has passed through. But she oft witnessed gigantic revolutions come and go imperceptibly and surreptitiously as it were. The coming Delhi day will be a footstep of one such silent but mighty revolution. There will be flourishing of trumpets, loud martial music, deafening salutes to proclaim the Empress of Hindoostan, yet we call the revolution silent, for it is not the revolution of the Queen turned into Empress that we mean, but that mighty change of thought and sentiment which the great Rajsuya at Delhi associates with and will see to follow. The Delhi day will be a day of the world of internal life of India, a day to mark an epoch of thought, aspirations and sentiments.

The characterstic features of the revolution are these. (1) The people of India have after long ages of grief begun to re-assert themselves as a nation. (2) The antipathies of religion have ended. The Musulman and the Brahmin, the Boudhya and the Parsee now all shake hands. (3) Interprovincial lukewarmness is removed. The weak Bengallee and the sinewy Mahratta heartily embrace each other. (4) The Tailongee and the Panjabee are cordial friends. The people of India do no longer feel themselves as the subjects of a nation, subjects of every one possessing a white skin, but subjects of one Imperial Majesty who can do no wrong and has nought but the welfare of India at heart in her connection with India. (5) Necessity and poverty have removed supineness, indolence and vanity. No longer the leading men of villages and towns feel easy and satisfied having enough to enjoy life. The terrible glare of the ghost hunger ever impels them on to stir to agitate and to act.

These are the elements of the revolution that we speak of. It betokens great things for India. The advance of the nation is inevitable. In the mysterious wisdom of God, good is ordained to be a necessary consequence of evil. The conquest of India by the foreigners of a distant isle paved the way to shake off much evil that accrued from a train of circumstances. Foreign conquests are means of regeneration. The Norman conquest of England tended to form that strong and healthy nation that the English now are. Before that the Saxons were disunited, weak and indifferent. The Norman despotism gave them tone and vigour. That was also the case with the Roman conquests in Gaul. Thus the hated thing, foreign despotism, is the parent of immense good. The English have ruled India with as much justice, kindness and humanity as the inherent instincts of selfishness can permit. The Directors of the East India Company ever talked of the good of the people. Although spoliations and annexations have marked the progress of the English rule, and drain of India's money and contempt to her sons have been the results of the Civil and Military Service monopolies, yet the heart of England has always declared itself for justice and right. But yet it is not chiefly owing to the goodness of England that the healthy changes enumerated above are due. They are the inevitable result of circumstances.

The Revolution in progress betokens much. It is certain India can no longer be denied a voice in her own Government, no longer can her sons be kept down to a contemptible state. The day is not distant when the natives will secure a representative body to make law for themseves, and the time is also nigh when difference of colour will not operate to make any distinction between one subject of Her Imperial Majesty and another. Her Most Gracious Majesty's own self and His Royal Highness the Prince of Wales are evincing that interest, love, impartiality and kindness towards the Indian subjects of the British Crown such as the old Rajahs of our own country felt for us. Lord Salisbury, and Lord Lytton have by their utterances and deeds proved that impartiality and just sympathy towards the people they govern, for which the people of India bless them every day.

But yet these favors are not of much importance. The Cooper Hill speech, the Fuller minute, the announcement to employ natives of the soil to high posts,—all these are of no substantial and lasting import. Favours one should not be elated with, for they can be easily withdrawn. Kindness is no secure property, patronage is no advancement. It is when a nation must have a position whether its Governors will it or no that it can be said to have gained that position. And we believe the Indian subjects of Her Majesty can well reckon on such a position. Our present rulers are doing things no doubt from motives of honesty, but the fact is patent that that honesty is also the best policy. They are anticipating only in part and doing in part with grace what it will be impossible for the interests of British rule not to do in favour of the natives.

It is proposed to give some high posts to certain natives of the land. Practically shutting out the natives of India from the competitive examination now held for the Civil Service, this boon will be little appreciated by them. Many fairly think it to be giving the blind a sort of trick played on boys. But we soon expect to see the Government really resolved to act fairly as regards the claim of the sons of India to the public services. Because the interest of Government demands it, Government cannot keep us down with advantage. Intelligent and able natives of any country are the strongest support of the Government of that country. If Government do not do them justice, they will prove an immense source of evil. As yet they are airing their discontents within the limits of this country. In no time they might be impelled by necessity to travel to foreign countries for livelihood and service, and to hatch all sorts of mischief against their own Government, deeming it to be the source of all their miseries. Is this preferable to denying a few Scotch, English and Irish youths a princely fortune out of the Indian revenue? We say that the times are such that despite the narrow-minded, selfish and low howlings of the interested Anglo-Indians, the natives of India will soon secure a fair and just footing as regards the fishes and loaves of their own country, *i. e*, a footing on which they will get something more than such a few casual appointments as are being rumoured about.

People can well hope that the Delhi Durbar will be soon followed by the establishment of a representative Legislative Assembly in India. The voice of the people is clearly audible on every occasion of important law-making. And every enactment that is passed good or bad, adds to discontent and bitterness. Can the British statesman long fail to see the inexpediency of such a state of things? He will soon see the wisdom of preventing this very injurious tendency of the daily increasing force of the national voice often moulded in uncouth inconvenient forms, simply for the want of a proper constitutional medium. If the Government defer this privilege, Government will lose for it, not the people. The growing Associations in different parts of India will do far more in the direction of crossing Government than any representative popular assembly could. The establishment of a Representive Legislature should have accompanied the proclamation of the Imperial title. The first Moghul Emperor, the great Akbar put the whole of his administration into native hands. Her Imperial Majesty's assumption of the title should at least have something tangible to show that it is one step of a career of India's advancement.

——000——

SCRAPS AND COMMENTS.

In speaking of the Bombay famine the *Pioneer* remarks :—

Men who have had experience of former famines in India are taking a very serions view of the Bombay scarcity. In no drought of which we have any record has the failure of water been a subject of anxiety so early. The districts affected have a very small rainfall in the best seasons, but this year the supply has been much below a peculiarly low average. In Orissa in 1866, there was a heavy fall in the earlier monsoon months, and the subsequent calamity was due rather to a premature cessation of the rain than to an absolute deficiency of water. But in the Sholapore and Ahmednuggur Collecterates the total rainfall has been less than one-third of the ordinary amount. The last few weeks seem to have developed an amount of distress that was not anticipated at so early a date, and many symptoms are ominous to a trained eye.

A Madras Mussulman paper called the *Sumsh-ul-Ukhbur* gives the following information regarding the "Prophet's standard" of the Turks :—

The "Prophet's standard," which was enshrined, among other relics of the Founder of Islam, in Constantinople, has been despatched to the scene of war in order that the valour of Turkish troops may be stimulated through their religious feelings An English author, Mr. Thornton, has published in his book on Turkey, copious details regarding this sacred emblem which is called "Sunjuk-i Shureef" by the Turks, who ascribe a mysterious efficacy to it, holding it in the highest veneration. Non-Mussulmans are forbidden to gaze on it on pain of death, and it was this threat which deterred Mr. Thornton from casting his eyes on it when the standard was being paraded in the streets of Constantinople after it had witnessed a repulse of the Russians by the Turks during the Crimean War. When the Turkish army marches to war with the Sultan himself or his Vizier at the head, the sacred banner is displayed, and on catching a glimpse of it every Moslem recites his prayers while lending a hand in carrying it. A splendid silk tent is erected in front of which the standard is raised, guarded by forty chiefs of the empire and four bodies of infantry. Another writer, describing the prohetic standard, says that it is made of four layers of silk, the topmost of which is green, those below being composed of cloth embroidered with gold. Its entire length is twelve feet, and from it is suspended the figure of a human hand, which clasps a copy of the Koran transcribed by the Caliph Osman. In times of peace the banner of the Prophet is kept in a chamber appropriated to the purpose along with the clothes, teeth, the venerable locks, the stirrups, and the bow of the Prophet.

The secret of the North Pole is still kept. Captain Nares and his men who composed the Arctic expedition have returned with honorable failure. They were unable to get nearer than within four hundred miles of the Pole, which, however, was a few miles nearer than anybody had been before, so to that extent the expedition was a success. But whether the meagre results were any tolerable compensation for the great expense and risk, to say nothing of the loss of four men by scurvy and frost-bite, may well be seriously questioned. The expedition was absent eighteen months. The vessels were able to reach the latitude of 82 degrees 27 minutes, and from there a sledge journey was undertaken further north. In the midst of almost incredible hardships, through a chaotic wilderness of blocks of ice, some of them fifty feet high, they hewed out a road at the rate of about a mile a day, and finally succeeded in getting seventy-three miles from the ship, or into latitude eighty-three degrees and twenty minutes. Here they wisely called halt, and with great difficulty made good their retreat. Other sledging parties went out in other directions, one being gone eighty-four days and another seventy-five, and in each case the men returned in a very helpless condition, regaining the ship only after a prolonged struggle and by means of aid despatched. They found nothing but frightfully desolate solitudes, ice from eighty to one hundred and twenty feet in thickness, no land, no open polar sea, no animal life. The lowest temperature observed was seventy-two degrees below zero of Fahrenheit, and the mean temperature for thirteen consecutive days was fifty-nine degrees below zero, the coldest weather ever experienced. It was dark from November till the last of February —perfectly dark except when the moon and stars appeared.

We are deeply grat ful to the *Luckow Witness* for the following lines. Our contemporary's sentiments agree so much with our own that we make no apology to reproduce them here :—

The *Pioneer* did a good thing last week in pointing out very clearly the flagrant injustice which has been done to Oudh by the Government of India, and calling for a decided change. When this province was seized by the British power some twenty years ago it was with the loudest protestations on the part of the highest officials that it should be governed in the interests of its own people and the whole of the revenues should be appropriated to the welfare of Oudh itself. As Sir George Couper says, "The man would have been held low in public estimation, who, in 1856, had ventured to say, that in annexing Oudh we had any other object in view than the good of the province."

How have all these promises and protestations been observed? What is the state of things now? Of the total revenue derived from Oudh over seventy-five per cent, or nearly two million pounds, goes into the imperial treasury leaving only half a million pounds to be spent in the administration of the province itself. Can any one wonder that Oudh is full of poverty and discontent when her resources are thus remorselessly drained away, when for lack of proper bridges and roads the rice and grain cannot be transported to market, and all her wealth is grasped by outsiders? Here is a flagrant evil which cries loudly for justice. In the old king's time, if the money of the people was squandered still it was spent mostly on the spot, and so in some degree benefited the people. But now it is seized by a strong arm and carried away to enrich outsiders, while the hard-working long-enduring people barely manage to keep soul and body together and hopeless destitution. Surely this cannot be right.

The latest news from Mandalay, given in the *Ragoon gazette*, is :—

The Principal Queen died on the 13th instant. She was half-sister to the King, as it is in accordance with ancient Burmese customs for the King of Burma to marry one of his half sisters, and to elevate her to the position of Principal Queen. The idea is to keep the royal race within a ring fence, and it, to a certain extent, accounts for the strain of insanity which marks the Burman Royal family. Tharrawaddy, and several others of the descendents of the celebrated Aloung-Pyah, are instances of this. The remains of the deceased Queen have been embalmed, and are neither to be burnt, nor burried, but are to be placed in one of the apartments occupied by the Queen, during her life, in the Palace, clothed in royal robes, and surrounded with all the jewels and paraphernalia of Burmese royalty. In that state the body is to remain until time completes the work of destruction, or another King ascends the throne, when the corpse will inevitably be thurst into a lumber room, or consigned to mother earth. It is the intention of the King to spend a portion of each day in the apartment containing the remains of the Queen, in contemplation and musings on the transitory nature of this life. This determination is in strict accordance with the precepts of the Budhist religion. His Majesty has only now to abdicate, and become a Hpoongyee, to follow the example of the Emperor Charles the fifth. All business at the court of Mandalay is at a stand still, and all the Woons, Ministers, Provincial Governors, and Chieftains are ordered to the Capital, to be present at the opening of the lying-in-state, and other ceremonials which are gone through on similar great occasions. All criminals, not under sentence for heinous offences, are also to be released.

A strange sea-monster was recently seen by the crew officers and the passengers of the ship *Nestor* in the Straits of Malacca. Mr. Webster, the master, thus declares before the Secretary to the Supreme Court :—

The shape of the creature, for that it was alive there is no doubt, I would compare to that of a gigantic frog. Referring to the head and body, as far as they were apparent above the water—the head, of a pale yellowish-collour, was about 12 feet in length, and 6 feet of the crown was above the water : occasionally the head subsided until only a foot or a foot and a half remained above the water. I tried in vain to make out the eyes and mouth ; the mouth, however, may have been below water. The head was immediately connected with the body, without any indication of a neck. The body was about 45 or 50 feet in length and of an oval shape, perfectly smooth ; but there may have been a slight ridge along the spine. The back rose some 5 feet above the surface. An immense tail, fully 150 feet in length rose a few inches above the water. This tail I saw distinctly from its junction with the body to its extremity ; it seemed cylindrical, with a very slight taper, and I estimate its diameter at 4 feet. The body and tail were marked with alternate bands or stripes, black and pale yellow in colour. The stripes were distinct to the very extremity of the tail. I cannot say whether the tail terminated in a fin or not. I examined it carefully, at the above mentioned distance, but could not satisfy myself how the tail terminated. The creature possessed no fins or paddles, as far as we could perceive, never having seen any part of his belly. I cannot say if it had legs. It is very possible that the creature was much broader and more massive than the dimensions above given, for the greater part of it was evidently under water, and we never caught a glimpse of any but the extreme upper parts.

When the announcement of the appearance of the sea-serpent was made, we were on the tiptoe of expectation of hearing some day the discovery of a sea monosterous frog and we are glad that at last one has been discovered. A struggle between these two creatures and the ultimate devouring of the frog by the serpent is what still remains to be seen.

At the Imperial Assemblage, His Excellency the Viceroy will, it is thought, announce the names of the Native gentlemen who may be appointed to the Civil Service. There will be three gentlemen from Bengal, two from Madras, and three from Bombay.

We observe that the story is again revived at England that Lord Beinconsfield will cease to be Premier before the meeting of Parliament, that Sir S. N. Northcote will take his place, and Mr. Ward Hunt become the new Chancellor of the Exchequer. There is a further rumour, which is not at all improbable, that Parliament will meet a week or two earlier than usual next session.

The largest gun in the world is about to be constructed at Woolwich for the British Government. It will be double the size of the famous 81-ton gun, and will therefore throw a shot of fabulous weight The next largest gun is that constructed for the Italian Government at the Whitworth Foundry, but this new "Woolwich Infant" is to be more than half as big again. Relative to the Italian Gun which has so astonished the world, several important and interesting experiments with the firing of big guns were made in the last week of October last at Spezzia by direction of the Italian Government.

It is, the *Times of India* understands, quite true that arrangements have been made by the millitary authorities in India to render an army corps available for foreign service in the event of the complications now existing eventuating in war. For some six weeks past the dispositions with this view have been completed. In the event of a war, Egypt would only require to be garrisoned against an enemy after the loss of several campaigns by the Turks and their ally. If a corps d'armee be sent to Egypt, it will, therefore, be sent there to be at hand if its services should be required in defence of European Turkey.

The following telegram has been received by the *Pioneer* from Rawul Pindi, dated the 28th proximo :—

"Lieutenant Harris, of the 21st P. A. I., was shot dead this morning by an Afghan sapoy of the regiment while at ball practice : deliberate murder ; assassin arrested."

The Sepoy has been adjudged to be hanged.

It is rumoured that the Amir of Cabul is so much worse that he has taken to his bed and is unable to attend his own Durbar. The only Minister alllowed in his presence is Kazi Abdul Kadir Khan ; the entire management of the State devolves on the Prime Minister, Sayad Nur Mohamed Shah.

The *Pioneer* says :—"A resolution has been lately published against examination-fees. The Government of India suddenly became aware that, not only had such fees been granted to certain educational officers, but even to a convenanted civil servant, an officer in a local secretariat. The money is to be refunded ; and the practice of paying officers of the educational department for examining schools within their jurisdiction is declared to be improper. *A fortiori* is the similar practice in the case of other Government officers condemned".

Telegram from Tashkend to the *Times* states:—"The Chinese troops have considerably advanced, and have occupied the most important towns in the West of China—*viz*,., Kumudi, Kutubi Taschikho, and Uruliza. The town of Rumudi was taken by them after an engagement. The innabitants of Kutubi Taschikho, and Vruliga have fled to Taksun, where Yakub Beg is in command of a military force. The Chinese troops have also occupied a northern fortress in Manas."

A Line of Russo-Indian steamers is in contemplation. The *British Trade Dournal* informs us that a project is being advocated in Russia for the establishment of a line of steamers to run from Odessa to some Indian and Chinese ports through the Suez Canal. The object, of course, is to render Russia independent of British and German agency in the Eastern trade, to save to her the profits of British and German middlemen, and the cost of carriage from and to Great Britain and Germany, and at the same time to earn for her the freight now earned by British and German shipowners. Moscow would became the *entrepot* of the Eastern trade for all Russia.

The *Delhi Gazette* criticises the reign of Lord Lytton :—

Lord Lytton's Viceroyalty has been signalled by a cattalogue of disasters —none of his own creation, it is true, but disasters notwithstanding. First there was the silver panic, then the famine in the Deccan, then rumours of war in Europe, and last but not least the loss of 180,000 persons in a single night by a hurricane. Every one of these entails a drain upon the Indian Exchequer and brings thoughtful men to the conviction that not a shilling should be wasted in display or useless ceremonial. That the Government of India will find itself ere long under the necessity of asking for another loan, seems almost certain. The mere fact of an Indian army crops having been told off for service in the Mediterranean is full of import. It means that India will be called upon to contribute to the defence of Turkey—and to pay for it also ! Is not Eagland preparing to defend Constantinople merely for the good of India, and is India to do nothing towards that good work herself ?

It is stated by a Bombay contemporary that the Government of Bombay has received an intimation from the Government of India of the advisability of prosecuting the works in connection with the Bombay defences, and the fortifications of Aden, at an early date.

The Frontier News of the Lahore paper tells us that, on the 20th instant, Nowroz Khan, with a hundred and fifty followers, made a raid upon Lalpura, carrying away a considerable amount of property, and murdering many. On the 21st instant, three hundred Afreedees, of one of the tribes of Riza Khail, made an attempt to lift the cattle of the tribe of Topokh ; but, their designs being suspected, the attempt was frustrated.

In a long article on agriculture in the Panjab, the *Indain Public Opinion* informs us that the area of land under cultivation in 1875 amounted to 20 571,423 acres, as compared with 19,968,976 acres cultivated in the previous year. The increase in 1875 is principally in the *rabi*, or spring harvest ; the total area under cultivation for the *kharif*, or autumn harvest, has not varied much for the last few years. Compared with the year immediately preceding, there was an increase of land brought under the plough, for the spring crop of 1875, of nearly three quarters of a million of acres ; in the *kharif*, there was a decrease of 145,000 acres.

The *Times of India* informs us that "Colonel Crofton, Secretary to the Government of India in the Irrigation, Department, proceeded to Poona and Sholapore last Wednesday, with the Chief Engineer for Irrigation, for the purpose of inspecting certain irrigational works in those districts. We hear that Colonel Crofton has strongly recommended that the extension of the Muta Canal to Wurwand should be proceeded with at once. He has also recommended for sanction certain wells in connection with the Ekruk Tank Canals at Sholapore. The Neera Canal project has received the sanction of the Government of India. at an estimated cost of 20 lakhs of rupees. Mr. Whiting, C. E., Executive Engineer for Irrigation, Poonah, has been entrusted with the work."

The Agricultural College at Madras, says the *Madras Mail*, was opened on Monday, the 27th November, with 16 students, 4 of them being Parsees, one a Ceylonese (or Cyngalese), and the others Hindoos, from Madras, Bombay, and Bangalore. There are also 13 students from the Normal School, who attend the lectures. The numbers with which the College has started work are small in consequence of 12 of the 17 students who appeared for their preliminary examination in English having failed to reach the standard laid down. Mr. W. Digby Hamilton, Assistant to the Professor of Chemistry in the Madras Medical College, delivers the lectures in Chemistry.

The *Pioneer* thus notices the Bishop of Bombay's intemperate attack upon Mahomedanism in connection with the Bulgarian attrocities :—

"The Bishop of Bombay's yothful zeal has so far outrun his discretion, both in his intemperate attack upon Mahomedanism in connection with the Bulgarian "atrocities" and in his puerile interference with the Ceylon missionaries, that the Home authorities have deemed it imperative to take notice of his conduct. Bishop Mylne, we believe, has been called upon for an explanation of his strange behaviour, and, no doubt, his justification will be as curiously inexplioable as have been his offences. It cannot be too strongly impressed uqon the mind of zealots of a tender age that the population of India is largely made up of Mussulmans, and that to insult their faith is impolitic and unwise. Furthermore, it should be remembered that the whole force of missionary work is derived from the fact that the natives look npon the self-denying men, who preach to them Christianity, as entirely disconnected with the Government. If once the native mind becomes imbued with the idea that the missionaries are just as much under the orders of the Bishops as the Government Chaplains, their mission work will be rendered entirely inoperative. Proselytising will be regarded as part of the policy of the ruling powers, and will be resisted with dogged persistency. It seems to have been forgotten that the Bishops of India have really no standing as Bishops. They are merely Chaplains-General, and if Dr. Mylne is foolish enough to arrogate to himself undue power, it may become necessary to strip the "Bishops' of their titles to courtesy, and denominate them simply "Chaplains-General." It would be by far the most sensible way of guarding against the possibility of much mischief being done in the future by men of the stamp of Lord Salisbury's *protege*.

A correspondent from Deoghar asks us to know :—

"Whether the sale certificate relating to immoveable property of the value of Rupees 100 or upwards granted under Sec 259 Act VIII of 1859 is to be deemed such a document the registration of which is compulsary or is it exempted from the operation of the registration act."

Certainly the documents, specified in the Registration Act, the registration of which is either compulsary or optional, do not include sale-certificates granted by a Court under Act 8 of 1859.

The following items of news regarding the Turkish question are taken from the *Home News* :—

The armistice between Turkey and Servia is now just a week old, and so far, the peace negotiations which it is its object to introduce are progressing, to all appearances, satisfactorily. There are to be two Conferences, both of them at Constantinople. At the first, which will probably be held within the course of a week, the Porte will not be represented, and the Ambassadors and Special Envoys of the European Powers will discuss the terms of settlement. This over, the second Conference will be held at once, when the Turkish representative, most likely Midhat Pasha, will have his place at the Council table, with some colleague and assessor who has yet to be named. All the European Governments are, on this eventful occasion, to enjoy the opportunity of a dual representation, and all, according to Lord Beaconsfield's statement at the Guildhall last night (Nov. 9), have accepted the Conference proposed, though both Germany and Italy at first showed a disposition to hang back. Lord Salisbury is about to proceed to Constantinople as the Envoy Extraordinary of the British Government, Mr. Currie and Mr. James Hozier of the Foreign Office, being attached to him as his Secretaries. Side-byside with Lord Salisbury will sit the English Ambassador at the Porte, Sir Henry Elliot. It is doubtful whether Russia will consider it necessary to send any one to strengthen the hands of General Ignatieff, whose diplomacy is regarded as uniformly successful, and is praised with perhaps injudicious euthusiasm by the special correspondent of the *Times* at Constantinople—Mr. Gallenga, who, it is well to recollect, is, in the first place, not an Englishman, but an Italian, and thus more or less a cynically impartial spectator of events—and in the second, has ceased to be on speaking terms with Sir Henry Elliot."

"The Eastern Question has been the subject of interpellations and debates in all the European Parliaments, without, however, in any case results of much importance. This day week, November 3, the Due Decazes announced in dignified terms, and with every sign of approval from his hearers, in the French Chamber of Deputies that while the Cabinet sympathised with the Eastern Christians, it was the intention of himself and his colleagues to preserve a strict neutrality. The previous day Prince Charles had opened the sitting of tha Roumanian Chambers in a speech of marked moderation, disclaiming any notion of becoming involved in war with Russia. In the Lower House of the Austrian Reichsrath, and in the German Parliament, there have been more or less animated discussions. In the former the debate lasted just a week, and upwards of fifty members had annouuced their intention of speaking. The attack upon Russia was chiefly led by the Ultramontane speakers, and it appeared as if even the supporters of the Cabinet were not quite satisfied as to the course which was being pursued. No definite vote was arrived at. In the German Parliament Herr Von Bulow took upon himself to explain the utterances in the Imperial Speech of last week from the Throne. Bnt his explanation was little more then an emphatic instance on what had already been said by the Emperor William, "Up to the present," said Herr Von Bulow, "the development of affairs in Turkey has not touched us directly, nor will it easily affect us indirectly." The Ultramontane speeches in this debate in the German Parliament may be described as attempts to enforce the moral that Russia is Germany's natuaal and necessary enemy, and that Germany will not be secure till she has strengthened Austria at the expense of Russia. by, as the Ultramontanes hope, including Austria in the German Empire."

The Frontier correspondent of a contemporary sends the following about the Russian Ambassador at Cabul :—

"On the second November, it got about that the Russian Ambassador had submitted a letter to the Ameer, desiring him to make over to Abdul Rahman Khan (son of the late Ameer Afzul Khan), the state bequeathed to him by his father, as well as that granted by the Ameer to the late Afzul Khan. The request was accompanied by an intimation that the Czar would be much gratified by the Ameer's compliance, and would mark his sense of the favour by awarding him (the Ameer) a pension of a hundred and two thousand Bokara *Tillas*, together with other benifits not specified. At the same time, the Ambassador took care to impress on the Ameer, that in the event of his refusal, the Czar would make Sirdar Abdool Rahman Goverüor of Bokhora, and encourage him to make war on the Ameer and attack Maimana and Badakhshan. The Ameer was further informed that the chiefs of Maimana have long been in secret correspondence with Abdul Rahman, and that the Ambassador had recently seen in origial a letter from those chiefs to Abdul Rahman. The desirability of standing well with the Czar was further impressed on the Ameer by the intimation, that Jehandar Shah, late Governor of Radakshan, recently submitted to the Czar a letter received from the people of Badakshan by the hands of some merchants to the effect that if he (Jehandar Shah) consented to come over to them, they would deliver Mr. Mahmud Shah, their present Governor, into his hands, as they were suffering from oppression and tyranny ; further, that Sirdar Sekander Khan (son of Sultan Ahmed Khan, late Ameer of Herat), was also ready to invade Herat with 4,000 Turcomnn troops, but that he was prevented by the Czar. This Sirdar also favoured Abdool Rahman's claims."

Regarding the census of Travancore, the *Times of India* says :—

"The enumeration was undertaken at the suggestion of His Highness the Maharajah, who took the initiative in the matter by issuing his proclamation of 26th November 1874. It was commenced on the morning of the 18th May last year, and was completed generally within two hours, the the agency employed consisting of 12,000 enumeratorss, several of whom were officers of high rank whose capacity for the work was unimspeachable. In his report to the Dewan Sashiah Shastri, the Superintendent of the Census states that the tabulation of the statistics took no less than nine moths, and indeed no labour seems to have been spared in making the enumeration as complete and accurate as possible. Referring to the results of the previous censuses, we find that the population in 1854 was estimated at 1,262,647 : by the last census it amounts to 2,311,379, which, judging by the fact that this the more recent attempt was made under circumstances so much more favourable to accuracy, must be regarded as the most correct figure attainable. The population of Travancore shows a remarkable preponderance of females over males, there being 11,513 women more than men in the country. It is supposed that this disproportion between the sexes accounts in some measure for the prevailing laxity in morals and the low esteem in which the marriage tie is held by the Travancorerns. Of the three principal elements of the population, the Hindoos number 1,700,317, the Mahomedans 139,905, and the Christians 468, 518. Of these last 261 only are Europeans and 1,383 Eurasians : the rest are classed as "native.' The census report goes minutely into details of caste, creed and education, furnishing some curious information regarding the relative posittons of the sezes. Except among the Namburi women of Malabar, the seclusion of the female sex is not practised in Travancore, where, indeed, they are on a much better footing than in any other part of India. "If the freedom of women is an index of civilization," says the report, "as we so often hear it stated, then Travancore is decidedly the most advanced country in the world, for here the women enjoy the greatest liberty possible. We conclude with some remarks on the legal status of the sex : "They (the women) are here allowed to rule the country. During their reigns they preside on public occasions, hold interviews with Foreign Ambassadors and State officers, and otherwise administer the affairs of the country. The peculiar law of succession, and the nature of the marriage-contract, which is simply another name for free-love, render the females the sole proprietors af their household, in which the males are—as a matter of course—*nonest*. This is the case in nearly half the number of houses in the country."

In his Resolution on the administration of the Arakan hill tracts, the Chief Commissioner of British Burma remarks :—

"Our dealings are with a people divided into tribes and clásses, for a long period of years at feud with each other, and who, from the absence of any single controlling authority amongst them, have resorted to the practice of enforcing by arms, wherever they had the means and power, the claims to which they considered themselves intitled. Their principle of action was that might was right, and, as the reports abundantly testify, the loss of a single head of cattle, or the death of a child, assumed to be the result of witchcraft exerised by a hostile neighbour, justified recourse to acts of plunder, violence, and murder, as measures of retaliation and reprisal. The system which the Government has adopted, has been to bring within its administrative boundaries as many of these hill tribes as were ready and willing to reside within its limits, on the understanding that, while, on the part of Government, protection and immunity from raids would be secured, as far as practicable, to those seeking its shelter, the tribes themselves, on their side, should abandon the resort to violence against each other, and turn their attention to peaceful labours. It is not surprising that the expectations based on snch a system have not been realized in a day. The people are entirely uneducated ; they have enjoyed for many years a complete freedom from restraint, and could scarcely be expected to snbmit at once to any of the restrictions which order and civilization impose It is satisfactory to find, however, that, among the tribes within our borders, peace and good will have prevailed throughout the year. There has been an entire freedom from internal disputes and discord. Crime, both as regards bailable and non-bailable offences, shows a decided diminution ; and, as regards the civil litigation, the increase reported has reference chiefly to petty trading debts, as regards which it is satisfactory to find that the adjudication of the Civil Courts is now preferred to any measures of personal and violent exaction.

The *Englishman* learns the following from its correspondent at Delhi :—

The camps of the Viceroy, the Duke of Buckingham, the Governor of Bombay, and the Lieutenant-Governors of Bengal the North-West Provinces and the Panjab, are to the eastward of the Nujafgarh Canal, on the ground intervening between the Canal and the base of the ridge. To the rear of the Viceroy's camp and the above named camps are those of the Commander-in-Chief, the Governor-General's escort, General Daly's camp, and that of the Commissioners of Assam, Oudh, and the Central Provinces. To the right, or northward of these Commissioners, is the 3rd Brigade of the 1st Division ; to the south of the Commander-in-Chief,s camp, and contiguous to it, are the chiefs of the North-West Provinces. The Political Agents, and the Gaekwar of Baroda are contiguous to the ridge on the eastern, or reverse, side to that of the Viceroy and Lieutenant-Governor's camps. The Nizam of Haidarabad is in the civil station, close to the village of Chandrawal. The encampments of the chiefs from Bombay are to the south of the Western Jumna or Royal Canal, and about a mile and three quarters to the south of the chiefs of the North-Western Provinces. They occupy the ground between Kissenganj and Rohilla Khan ke Serai. This completes the encampments to the east of the Nujafgarh Canal, and to the southward of the Western Jumna, or Royal Canal.

Regarding the so-called new disease, popularily called *Katkatia* or *Surakumari*, which created a panic in Calcutta and its neighbourhood, Dr. Sarkar in his last *Journal* says :—

If we devote a little space to what we believe to be a delusion, that is passing away, it is only to show the extent to which delusions might captivate the mind in the matter of disease. The supposed disease is said to have had its origin in Madras. The epidemic wave is said to have passed through Orissa, and soon it was found to have arrived at Diamond Harbour and Uluberia. Thence to Calcutta, through the intervening villages on either side of the Hughli, the march was rapid. Bhowanipur is the place where the fell disease is reported to have made the greatest ravages. In Calcutta itself the reported cases have not been many, but even among this small number some deaths are said to have marked the severity of the disease. The good people of Calcutta counting some of the most intelligent among them, were sorely alarmed, and we had the sad spectacle of several who could not be accused of credulity or ignorance, with strings tied round their toes. For the tight ligature and the cautery above the seat of attack of the disease, were believed and actually had recourse to as the sovereign and in fact the ouly remedy, and the ingenuity of our city very happily discovered by simple inference that the tying of a string was the best prophylactic. We say happily, because it has served as a prophylactic of the real disease which strangely enough is nothing but an imaginary fear. There is no man who is free from abnormal sensations in his body, here and there, such as itching, tingling, burning, aching, stitching, &c. And in ordinary times, very properly no notice is taken of these freaks or irritations of the nerves. But ever since the panic has taken possession of the people's mind, these sensations, when occuring in the toes, or fiingers, or head, have begun to be magnified and interpreted as precursors of the dreaded disease, and immediately the reputed remedies, the ligature and the actual cautery, are applied, and thus a veritable disease is created, entailing terrible sufferings upon the unfortunate victim.

(*From the Mookerjee's Magazine.*)

LINES ON THE F——R CASE.

I.

The philosopher's stone, 'tis said, of old,
Could change all baser metals into gold ;
But such the pow'r of Saxon fists we know,
Whene'er a *nigger* falls beneath their blow,
The soundest organ that was ever seen
Is changed *ek dum* into a ruptured spleen !

II.

The self-same spleen's a rather odd disease,
Which none but the *post mortem* Sawbones sees :
The live syce never needs the healing art,
But hard he toils, and acts his humble part
Till British valour knocks the fellow down,
And then you hear his spleen's abnormal grown !

III.

O F——r ! what reflections queer were thine
When worshipping at Jesus' holy shrine,
While thy poor brother all in dust lay low,
Aud Cain's brand burned upon thy throbbing brow !
Thy *brother !* Tush ! K—w—oo was a clod,
Fit victim for the altar of *thy God !*

IV.

Ye scribes with souls scarce raised above the dust,
Shameless betrayers of a aared trust,
Who preach all unabashed the monstrous creed,
That white hands sanetify the blackest deed !
Is life not life, whate'er the case 'tis in,
And God indiff'rent to a darkish skin ?

V.

Shame on your preachings, Antichrists at heart,
Unworthy sons of letters and of art,
In chorus yelling still in defence of wrong,
When the weak man is victim of the strong !
Be sure your words, as thus ye fret and rage,
Are writ in blood in Heav'ns recording page !

VI.

For thee, worthy son of a worthy sire !
Sweet master of the many-stringed lyre !
Though green the laurels which adorn thy brow,
Though bright the coronet which decks it now,
A brighter crown and fadeless glory wait
Thy burning words on poor K---w---oo's fate !

VII.

Too oft have British rowdies, devil-led,
The blood of unoffending Indians shed,
While Justice, of her sword and balance shorn,
Hath wept unvindicated---all forlorn.
But thou hast nobly reaffirmed her sway,---
Guilt hears thy words dismayed, and sneaks away !

VIII.

'Tis cowardice indeed the weak to smite,
When blow for blow they may not dare requite ;
But arrogance of race aloud insists
Or right divine to strike of Celtic fists ;
And Japhet's *rampant* children in this land,
Hold killing's no crime at their brethren's hand.

IX.

O friend of Truth ! repress the wicked lie---
The Godless creed of blind humanity !
And hark ! that peal of joy ! with one acclaim
All India blesses Lytton's honor'd name !
Thus ever strive to shield the weak and low,
And add fresh bright wreaths to thy laureled brow !

ACKNOWLEDGMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
M. Pooyaco Modolier, Illumpally, ...	5	0	0
Uma Ranganayakula Nayudu Esq., Masulipatam	5	0	0
Secry. Y. M. I. Seciety, Secandrabad	2	8	0
S. Vecatram Sasbria, Combaconam	1	0	0
Ruckmaji Narayan Esq., Poona	5	0	0
C. V. Ganapayyar Esqr., South Canara	5	0	0
Mahadeb Narayan Joglaka Esqr., Jamnagar	5	0	0

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

দিলে আপনার নিকট চিরকাল বাধিত থাকিব। আমি বৎপরোনাস্তি বৃদ্ধ ও শক্তিহীন হইয়াছি। সংসারে আর কোন আশা নাই, শুদ্ধ এই মাত্র বাঞ্ছা যে স্বধর্ম্মে থাকিতে থাকিতে গঙ্গাতীরে পরলোকে গমন করি, এই আমার আশা ও এই আমার ভরসা।

সম্প্রতি কাশীসিং, মাধব ঘোষ ও গয়েশদ্দিন নামক তিন জন দায়মালিকে ২০ বৎসর কারাবাসের পর মুক্তি লাভের আদেশ হইয়াছে। ইহারা কয়েক মাস হইল এখানকার জেল হইতে পলায়িত কয়েদিদিগের ধৃত করিতে সাহায্য করে। ইহাদিগের কাহারও অদ্যাবধি ২০ বৎসর সম্পূর্ণ হয় নাই। আমি বৃদ্ধ, আমা দ্বারা এরূপ কোন কার্য্য হওয়া অসম্ভব অতএব আমার আশা কেবল অনুগ্রহ।

অনুগ্রহাকাঙ্খী
শ্রীবিশ্বনাথ রায়।
হাং সাং কায়েকফিউ, আরকান
নিবাস বার সতের অন্তর্গত এঁড়েলা বাবপুর
২৪ পরগণা।

আমরা উপরিউক্ত হত ভাগ্যের শোচনীয় অবস্থা ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একবার কর্ত্তৃপক্ষদের গোচরকরি। আমরা শুনিলাম ইডেন সাহেব একবার কায়েকফিউ পরিদর্শন করিতে গিয়া বিশ্বনাথকে আশ্বাস দিয়া আইসেন যে তিনি তাহার মুক্তির নিমিত্ত গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিবেন। আজ কয়েক বৎসর হইল গবর্ণমেন্ট নিয়ম করিয়াছেন যে কারাবাসীরা ২০ বৎসর পর্য্যন্ত নিরপরাধে কারাগারে অবস্থিতি করিলে গবর্ণমেন্ট তাহাকে খালাস দিবেন। আবার বিশ্বনাথের ভগিনী আমাদিগকে বলিলেন সার রিচার্ড টেম্পেল ইহাকে মুক্তি প্রদানের নিমিত্ত তাহাকে একবার আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু যদিও রাজ পুরুষেরা মাবে২ তাহার উপর সদয় হইয়াছেন তথাচ বিশ্বনাথের অদ্যাপি গ্রহ শান্তি হয় নাই। সম্প্রতি আরাকান হইতে আমাদিগকে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিশ্বনাথ সম্বন্ধে আর এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে বিশ্বনাথের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহার একটী চক্ষু গিয়াছে। এবং ক্রম নানাপীড়া কর্ত্তৃক তিনি আক্রান্ত হইতেছেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু, সপাকে আহার করেন কিন্তু পাক করা তাহার পক্ষে ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। তিনি প্রাণান্তে অপরের প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং বিশ্বনাথের শেষে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। যখন কুইন প্রকাশ্য রূপে এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করিবেন তখন অনেক বন্দী মুক্তি লাভ করিবে, আমরা ভরসা করি গবর্ণমেন্ট এবার বিশ্বনাথকে বিস্মৃত হইবেন না।

মান্দ্রাজ পোলিস রিপোর্টে এই মনোহর ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনাটী গত ১২ই জুলাই দিবসে মান্দ্রাজের রাম চন্দ্র বরম নামক একটী গ্রামে সংঘটিত হয়। এই গ্রামে একটি রমণী ২৫ বৎসরের সময় বিধবা হন। ইহার সন্তানাদি কিছুই ছিল না। রমণী পতির শোকে বিহ্বলা হন। তিনি সাংসারিক সমুদয় কার্য্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম চিন্তায় নিমগ্ন হন, ধর্ম্মার্থে আপনার যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করেন এবং সকল প্রকার শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া একটী ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থিতি করেন। এই রূপ ধর্ম্মে নিমগ্ন হইয়া তিনি ৪ মাস অতিবাহিত করেন। ৪ মাস গত হইলে তিনি স্বহস্তে তাহার বাস গৃহের এক স্থানে একটি কুপ খনন করেন, এই কূপটী চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি কাষ্টে পরিপূর্ণ করেন, তৎপরে আপনার পরিধেয় বস্ত্র রক্ত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ১২ই জুলাই তারিখে এই কুপস্থিত কাষ্টে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। তিনি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার পূর্ব্বে গৃহের সমুদয় দ্বার রুদ্ধ করেন এবং সেই অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার শরীর ভস্মীভুত করেন। যখন তিনি এই রূপ প্রজ্জ্বলিত চিতা আরোহণ করেন তখন ইহা কেহই অবগত ছিল না। তিনি এ বিষয় পূর্ব্বাহ্নে কাহাকেও কিছু বলেন না এবং চিতার সমুদয় আয়োজন তিনি নিজ হস্তে সমাধা করেন। পর দিবস চিতার মধ্যে তাহার ভস্মীভূত দেহ ও রঞ্জিত বস্ত্রের কিয়দংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পোলিস কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই ঘটনাটীর বিষয় শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের আগমনের পুর্ব্বে সহস্র২ রমণী এই রূপ পতি বিরহে অকাতরে প্রাণ ত্যাগ করিতেন। তখন রমণীরা এরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন যে অনেক সময় বিদেশে পতির প্রাণ ত্যাগ হইয়াছে, তাহার মৃত্যু সম্বাদ বাটীর কেহ শুনিতে পান নাই কিন্তু পতিপ্রাণা অন্তরে জানিয়া অকস্মাৎ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। যখন এ দেশে সহমরণের প্রথা ছিল, তখন এ দেশে অনেক নিষ্ঠুরাচরণ হইত এবং সহমরণের প্রথা রহিত করিয়া ইংরাজেরা যে একটী মহত কার্য্য করিয়াছেন তাহার কোন ভুল নাই। কিন্তু এই সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় পতিপ্রাণারও অভাব হইয়াছে। স্ত্রী জাতির সতীত্ব ধর্ম্ম ইহ ও পরকালের পরম শান্তির ও সুখের প্রস্রবণ। পতিপ্রাণা রমণীরা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিমিষে ও অকাতরে পতির নিমিত্ত দেহ ও প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিতেন। যে স্থানে এ রূপ একটী পতিপ্রাণা রমণী থাকিতেন সে স্থানে অসতীত্ব ভাব স্ত্রী জাতির হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিত না। এক একটী পতিপ্রাণা রমণী এই রূপ স্বামীর নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ করি-তেন আর হিন্দু সমাজ সহস্র হস্ত স্বর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে।

---

২৯ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেট হইতে আমরা নিম্নের সম্বাদটী উদ্ধৃত করিলাম। গত ঝড় যে২ স্থানে প্রবাহিত হয় তাহার মধ্যে গলাচিপা নামক স্থানে যে ধান্য অগ্রাহায়ণ মাসে পরিপক্ক হয় তাহার তের আনা এবং পৌষে ফসলের চৌদ্দ আনা, দৌলতখাঁতে অগ্রাণে ফশল বার আনা এবং পৌষে ফশল উর্দ্ধ সংখ্যা ছয় আনা, বাউফুলে পৌষে বার আনা এবং অগ্রাণে পাঁচ আনা রক্ষা হইয়াছে। বাখরগঞ্জে বার আনা শস্য রক্ষা পাইয়াছে। মেদিগঞ্জে অগ্রাণে ফশল দশ এবং পৌষে বার আনা উৎপন্ন হইবে। অন্যান্য স্থানেও ঝড়ে শস্য নষ্ট করিয়াছে কিন্তু যাহা আছে তাহাতে লোকের কোন মতে অন্ন কষ্ট হইবে না। যে২ স্থানে ভারি ঝড় হইয়াছে সেখানে লোকের গোরু বাছুর এবং অন্যান্য দ্রব্যের বোধ হয় শত করা দশ ভাগ রক্ষা হইয়াছে। আর ৯০ ভাগ নষ্ট হইয়াছে।

এই রূপ রাষ্ট্র যে সার রিচার্ড টেম্পেল বোম্বাইর গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইতেছেন। তিনি আগামী আপ্রিল মাসে বোম্বাই গমন করিবেন। তাহার স্থানে কে আইসে তাহার এখন ও স্থির হয় নাই তবে পাইওনিযার বিলাত হইতে সম্বাদ পাইয়াছেন যে ইডেন সাহেব এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদে যিনিই নিযুক্ত হউন না কেন, বাঙ্গলার লোক এখন এটী বেশ বুঝিয়াছেন যে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর ভাল লোক কি মন্দ লোক হইয়া আর আমাদের তত অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। এখন এ দেশের ভাল মন্দের ভার অনেক এ দেশীয়দিগের যত্ন ও উদ্যোগের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গলার লোক এই নিমিত্ত এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় কে গবর্ণর হইবেন উহা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হন না।

মরিচী দ্বীপে অসংখ্য২ চিনির কারখানা সকল স্থাপিত হওয়ায় আমাদের আশঙ্কা হইয়াছে পাছে আমাদের দেশের চিনির রপ্তানি কমিয়া যাইয়া আমাদের একটী প্রভুত লাভের প্রস্রবণ বন্ধ হইয়া যায়। বৎসরের প্রারম্ভে সেখানে যে রূপ ইক্ষু জন্মিয়া ছিল তাহাতে অনেকে আশা করিয়া ছিলেন যে এবার তথায় বিস্তর চিনি উৎপন্ন হইবে। কিন্তু এক্ষণ শুনা যাইতেছে যে, তথায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার অতি কম চিনি পাওয়া যাইবে। এটী যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের দেশের চিনির বাজার সত্বর চড়িয়া উঠিবে।

সংবাদ।

—শুদ্ধ আমাদের দেশে দৈব দুর্ব্বিপাক সকল উপস্থিত হইতেছে না আমেরিকাতেও এই রূপ বিপদ সকল আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে সম্প্রতি বন্যা আসিয়া দুইটী নগর একেবারে নষ্ট করিয়াছে। কত লোক নষ্ট হইয়াছে তাহার নিরূপণ হয় নাই। দুইটী নগরে প্রায় ৭০০ গৃহ নষ্ট হইয়াছে এবং প্রায় দশ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি ধ্বংশ হইয়াছে।

—অনেকের বিশ্বাস যে কুইন বিক্টোরিয়া যত দিন জীবিত আছেন তত দিন ইংলণ্ডে কোন রূপ আত্মকলহ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু তাঁহার অভাবে সেখানে একটী গোলযোগ হওয়ার সম্ভব। পৃথিবীতে যত দেশ আছে ইংলণ্ডের উপর সর্ব্বাপেক্ষা আমেরিকা ও ফ্রান্সের অধিক আধিপত্য এবং এই দুইটি দেশেরই শাসন প্রণালী প্রজাতন্ত্র। ইংলণ্ডের প্রজারা সুতরাং ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

—কিছু দিন গত হইল সার রিচার্ড টেম্পাল উত্তর বাঙ্গলা ষ্টেট রেলওয়ে দেখিতে গিয়াছিলেন। উক্ত লাইন বাণিজ্যার্থে আগামী এপ্রিল মাসে খুলিবে।

—গত সপ্তাহে মাদ্রাসে ৫ জন মনুষ্য অন্নাভাবে মরিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে মফস্বল হইতে ১০ হাজার দরিদ্র লোক মাদ্রাসে আসিয়াপড়িয়াছে।

—শুনা যাইতেছে যে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আফগানেরা তুর্কিতে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা বেতন চাহে না; আহার ও পরিচ্ছদ পাইলেই হয়। মুসলমান ধর্ম্মের সম্পাদনী শক্তি একতা অতি অদ্ভুত। ভারতবর্ষের মুসলমানগণও তুর্কির জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

—আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে নবাব আবদুল গনি, সি, এস, আই, এবং তাঁহার পুত্র খাজা আসানুল্লা খাঁ বাহাদুর বাখরগঞ্জের ঝড় পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছের।

—সার রিচার্ড টেম্পল রাজসাহী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি নাটোর ও সৈদপুরে দরবার করিয়া রাজসাহী, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের জমিদারদিগকে সমাদর করিয়াছিলেন। জমিদারগণ তাঁহাকে রাজভক্তি পুর্ণ অভিনন্দন পত্র দিয়াছিলেন। টেম্পল সাহেবের মহৎ গুণ এই যে তিনি লোকের সহিত মিশিয়া তাহাদিগের অনুরাগ ভাজন হইতে চেষ্টা করেন। বঙ্গ দেশের প্রায় সমস্ত জেলাতেই তিনি গিয়াছেন ও প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছেন।

—ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিযন বলেন যে গবর্ণর জেনেরেল দিল্লিতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন শত নিমন্ত্রিতের ভোজ দিবেন। এটী তাঁহার নিজের খরচ।

—১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে কলিকাতা ও মাদ্রাস টাঁকশালে মহারানীর এম্প্রেস উপাধি সম্বলিত টাকা ও পয়সা প্রস্তুত হইবে।

—আগামী দরবার উপলক্ষে খ্রিষ্টম্যাস ও নিউইয়ার্সডের ছুটী ভিন্ন অতিরিক্ত ৮ দিন আফিসাদি বন্দ হইবে।

—গত ২৫এ নবেম্বরে যে সপ্তাহ শেষ হয় তাহার মধ্যে কলিকাতায় ৩৯৩ জন মনুষ্য মরিয়াছে; তাহার মধ্যে ৮২ টী ওলাউঠা, ২৯টী উদরাময় ও ১২৫টী জ্বর রোগে।

—শুনা যাইতেছে যে বাঙ্গলার ২টি, মান্দ্রাজের ৩টি ও বোম্বাইয়ের ৩টি জেলার সমুদয় রাজ কার্য্যের ভার এ দেশীয় রাজ কর্ম্মচারীদের উপর অর্পিত হইবে। অর্থাৎ এই কয়টি জেলার জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির এ দেশীয় লোক নিযুক্ত হইবেন।

—আগ্রা নগরের প্রধান প্রবেশের দ্বারের উপরে এই কয়েকটী কথা লিখিত আছে। জুলেফ নামক রাজা রাজ সিংহাসনে আরুঢ় হইয়া প্রথম বৎসর দেখেন, যে এক বৎসরের মধ্যে দুই হাজার দম্পতী আপন ইচ্ছামত, বিচারপতির আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। রাজা ইহা দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হন, এবং ব্যবস্থা করেন বিবাহ হইলে আর দম্পতীরা কোন স্যূত্রেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না। রাজার এই আজ্ঞা প্রচার হইবার এক বৎসরের মধ্যে আগ্রাতে পূর্ব্বে যত বিবাহ হইত তাহা অপেক্ষা ৩ হাজারের কম বিবাহ হইল, পূর্ব্বে যত ব্যভিচার হইত তাহা অপেক্ষা ৭ হাজার অধিক ব্যভিচার উপস্থিত হইল, স্বামীকে বিষ পান করাইয়া হত্যা করার অপরাধে তিন শত স্ত্রীকে জীবিত অবস্থায় সমাধি দেওয়া হইল, স্ত্রী হত্যা অপরাধে ৭৫ জন মনুষ্যকে জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিতে হইল এবং অনুসন্ধান দ্বারা দেখা গেল, স্ত্রী পুরুষে বিবাদ করিয়া তাহারা এই কালের মধ্যে অন্যূন ৩০ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়াছে। রাজা ইহা দেখিয়া আবার অনুমতি করিলেন যে দম্পতীরা পূর্ব্বের ন্যায় ইচ্ছামত বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে। আমরা উপরে যাহা লিখিলাম তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা বিধাতা জানেন তবে মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিলে যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত যে রাজা যত কঠোর শাসনের প্রবর্ত্তনা করেন তাহার পতন তত নিশ্চয়, যে বালককে যত শাসন করা যায় সে বালক তত দুর্ম্মতি হয়, যে রাজ্যে রাজ শাসনে স্ত্রীরা বার বনিতা হইতে পারে না সে রাজ্যে তত ভ্রষ্টাচার ও ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব। তবে ইহাই বলিয়া সকল অবস্থায় স্বাধীন ইচ্ছাকে অপ্রতিহতভাবে রাখা নির্বিঘ্ন নহে। শাসনের ও স্বাধীনতার উভয়েরই সীমা আছে। হিন্দু সমাজে রাজ আজ্ঞানুসারে স্ত্রী পরিত্যাগের ব্যবস্থা না থাকাতে যদি কোন অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে ইউরোপীয় সমাজে এই ব্যবস্থা থাকাতেও বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। তবে এটি বটে সত্য যে স্বাধীনতা দিলে যত অনিষ্ট হয় শাসনে তাহা অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। রাজা প্রজাকে অধিক স্বাধীনতা দিলে হয় ত তাহার নিজ ক্ষমতার কিছু খর্ব্ব হইতে পারে কিন্তু কঠোর শাসনে হয় ত তিনি রাজ্যচ্যুত হইবেন আর নয় প্রজাকে নির্মূল করিবেন।

—এক জন ইংরাজ বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। ইহার নাম হরি, ইহার মুখে হরি নাম ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইনি মধ্য ভারতবর্ষে এক জন পোলিস ইনেস্পেক্টর ছিলেন। এক দিবস ইনি শিকার করিতে বহির্গত হন। পথে অতিশয় ক্লান্তি বোধ হওয়ায় ইনেস্পেক্টর সাহেব এক জন যোগীর আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যোগী তাহার নাম ও কি উদ্দেশ্যে তথায় আগমন তাহার সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন যে শিকার করিবার নিমিত্ত তাহার সেখানে আগমন হইয়াছে। যোগী তাহাকে বলেন যে শিকার করা মহা পাপ এবং তাহাকে অন্যান্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। তাহার হৃদয়ে এই ধর্ম্ম বীজ কণা সমুদয় ক্রমে অঙ্কুরিত হয়, তিনি ক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হরিদাস নাম ধারণ করেন। হরিদাস ইংরাজের পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং অহোরহ মালা জপ করিয়া থাকেন। তিনি দ্বারে২ ভিক্ষা করেন না। তবে যিনি যাহা দয়া করিয়া তাহাকে প্রদান করেন তিনি তাহাই গ্রহণ করেন। হিন্দুরা যে সমুদয় অনাচরণীয় জাতির অন্ন জল গ্রহণ করেন না ইনি ও তাহা গ্রহণ করেন না। অনেক ইংরাজ তাহাকে আবার খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতেছেন কিন্তু তিনি তাহাদের উপদেশে [illegible] করেন না। তিনি বলেন যে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম [illegible]য়া শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার পূর্ব্বের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও ধর্ম্ম তাহাকে এ শান্তি প্রদান করিবে না।

—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে জষ্টিস রমেশ চন্দ্র মিত্র পীড়িত হইয়া ছুটী লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এক্ষণ হাইকোর্টের আপীল বিভাগে প্রায় চারি হাজার মোকর্দ্দমা মুলতবী রহিয়াছে। এমন সময়ে তিনি পীড়িত হইয়া অবকাশ লইলে জন সাধারণের নিতান্ত কষ্ট হইবে। হাইকোর্টে মোকর্দ্দমার সংখ্যা যেরূপ অধিক দেখা যাইতেছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে লোকের বিস্তর ব্যয় ও কষ্টের কারণ হইবে।

—বেঙ্কটগিরির রাজা ও আরণীর জায়গিরদার দিল্লীর দরবারে যাইবেন না। শুনা যাইতেছে যে বেঙ্কটগিরির রাজা স্বীয় দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের অভাব মোচনের জন্য জমিদারিতে গিয়াছেন। সকল রাজার যদি এই রূপ কর্ত্তব্য জ্ঞান ও প্রজার প্রতি বাৎসল্য থাকিত তবে তাঁহাদিগের এমন দশা হইত না। আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি এক জন জমিদার দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন, এদিকে তাঁহার প্রজাগণ অন্নকষ্ট পাইতেছে।

—গত বৎসর কারেন দেশে শস্যে ইন্দুর লাগিয়া দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য গবর্ণমেণ্টের এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এবার আবার শুনা যাইতেছে যে তথায় পুনরায় ইন্দুরের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে।

—কুইন বিক্টোরিয়ার উপর প্রজাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি আছে। এই ভক্তি থাকাতে এখন কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে না। কিন্তু এ ভক্তি টলিবার বিচিত্র নাই। প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষবাসীদিগের মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত নিজে এদেশ দর্শন করিতে আগমন করেন। তিনি দেখেন এখানে প্রজারা প্রকৃত রাজভক্ত, তিনি এই নিমিত্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে রাজ বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করেন। কুইন এই নিমিত্ত এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি এই নিমিত্ত এদেশের রাজাদিগের সঙ্গে অধিক আত্মীয়তা দেখান এবং এদেশের প্রজার উপর ইংরাজেরা কোন রূপ অত্যাচার না করেন গবর্ণর জেনারেলকে এই উপদেশ প্রদান করেন। সম্প্রতি তিনি আর একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। কুইন বিক্টোরিয়ার শরীর রক্ষক দলের মধ্যে এদেশীয় লোক প্রবেশ করাণের প্রস্তাব হইতেছে। উপরে আমরা যাহা লিখিলাম এ অনুমান মাত্র, কিন্তু যদি এই অনুমানটী সত্য হয় তাহা হইলে ইহার পরিণাম মন্দ হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে যদি রাজবংশের ঘনিষ্ঠতা করার প্রকৃত অভিপ্রায় থাকে তাহা হইলে এদেশের শাসন ভার কোন এক রাজপুত্র নিজ হস্তে গ্রহণ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইবে। তাহা হইলে হয় ত ভারতবর্ষের দুর্গতির অধিকাংশ অবসান হইবে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজ রাজবংশের কোন কালে কোন রূপ সন্দেহ করিতে হইবে না।

—শুদ্ধ সার্বিয়ার খৃষ্টানদিগের দুর্গতি দেখিয়া রুশ সম্রাটের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না, লোকের কোন রূপ কষ্ট দেখিলে তাহার কষ্ট হয়। তিনি এই নিমিত্ত বলগরিয়া প্রভৃতি দেশ অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, আবার রুশদিগের এক খানি সম্বাদ পত্রে লর্ড বিকনসফিল্ড (ডিসরেলি) কে গালাগালি দেন, ইহা দেখিয়াও তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি লর্ড বিকনসফিল্ডকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে রূপ সম্বাদ পত্রের কটুক্তিতে তিনি অতিশয় কষ্ট পাইয়াছেন। ভণ্ডামিতে ইংরাজেরা রুশিয়ানদের সঙ্গে পারেন না।

—পঞ্জাবি আকবর নামক এক খানি সম্বাদ পত্র বলেন যে দরবার উপলক্ষে রাজ পুরুষেরা দিল্লির বাদসার বংশীয় দিগের দুর্গতির প্রতি যেন একবার দৃষ্টিপাত করেন। যদি ইংরাজেরা এ দেশে আগমন না করিতেন, অথবা যদি ইংরাজেরা নিজকৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করিতেন তাহা হইলে বাদসার বংশধরেরা আগামী দরবারে রাজসিংহাসনে আরুঢ় হইতেন এবং ইহাদিগকে ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজগণ এবং ইংরাজ রাজ পুরুষ দিগের অবনত মস্তকে নমস্কার করিতে হইত। কিন্তু সময়ের গতিতে ইহাদের দুর্গতির এক শেষ হইয়াছে এমন কি কোন২ রাজ পুত্রের মাসে ৪ টাকার অধিক আয় নাই।

—আজ কয়েক বৎসর অবধি হাইদ্রাবাদের নিজাম একটী কোটীবন্ধ প্রস্তুত করাইতেছেন। ইহাতে তাহার প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

—জয়পুরের মহারাজা প্রস্তাব করিতেছেন যে দিল্লির দরবারে গবর্ণর জেনারেলের ক্যাম্প মহারাজা নিজ ব্যয়ে গ্যাস দ্বারা আলোকিত করাইয়া দিবেন। জয়পুরের মহারাজা জয়পুর নগর গ্যাস দ্বারা আলোকিত করিয়াছেন এবং গ্যাস আলোক দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় পুলকিত হইয়া থাকেন। কুইন বিক্টোরিয়া এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করিলে এ দেশীয় স্বাধীন রাজাদের আর স্বাধীনতা থাকিবে না, তাহারা কুইনের অধীন হইবেন। স্বাধীন রাজাদের পক্ষে এটী নিতান্ত শুভ সম্বাদ নহে। কিন্তু তথাচ এ পর্য্যন্ত এক জন রাজাও এ বিষয়ে অনুৎসাহ কি দুঃখ প্রকাশ করেন নাই বরং সকলেই মহা উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন।

—দিল্লির দরবারে নানা রূপ তামাসা হইবে। ইহার মধ্যে একটি গৃহ মনি মানিক্য রত্ন প্রভৃতি দ্বারা পরিপুর্ণ হইবে। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানের রত্নাকরেরা এই সমুদয় রত্ন উপস্থিত করিবে। দিল্লিতে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় ধনাঢ্য ব্যক্তির সমাগম হইবে। রত্নাকরদিগের রত্ন বিক্রয়ের এ রূপ সুযোগ আর হইবে না সুতরাং তাহারা যত্ন পূর্ব্বক দরবারে বহু মূল্য মণি মাণিক্য উপস্থিত করিবে। দক্ষিণ ভারতবর্ষ হইতে এক জন বণিক এই উপলক্ষে দিল্লিতে ৫০ লক্ষ টাকার রত্ন আনয়ন করিবে। এই রত্নাগারে কত রত্ন সংগৃহীত হয় তাহা এখন অনুমান করা যায়না। কিন্তু সোণার ভারতবর্ষ ছারখার হইয়া গিয়াছে তাহা না হইলে হয় ত আগামী ১লা জানুয়ারিতে দিল্লি নগরীতে যে রত্ন সংগ্রহ হইত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথা ও এক স্থানে এত রত্ন দেখা যাইত না। যদি প্রকৃত পিতৃ দেবতারা জীবিত থাকেন এবং তাহারা স্বর্গ হইতে দিল্লির দরবার দর্শন করেন তাহা হইলে তাহারা আর্য্য কুলের দুর্গতি দেখিয়া শুদ্ধ নেত্র জল নিক্ষেপ করিবেন না ক্ষত্র কুলের দুর্গতি দেখিয়া নেত্র বারি নিক্ষেপ করিবেন না, তাহারা ভারতবর্ষের রত্ন মণি মাণিক্যের অভাব দেখিয়াও ক্রন্দন করিবেন।

—রণজিৎ সিংহকে বোধ হয় সকলে জানেন। অমীম বিক্রমশালী ইংরাজেরাও ইহাকে শঙ্কা করিতেন। পঞ্জাব অধিকার করিয়া ইহার পুত্র দলিপ সিংহকে গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। দলিপ সিংহ এখন ইংলণ্ডের শুদ্ধ অধিবাসী হন নাই, তিনি খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন এবং আচার ব্যবহার চাল চলন প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে এক জন ইংরাজ হইয়াছেন। তিনি কি রূপে ইংলণ্ডে জীবন যাপন করেন তাহা আমরা জানি না তবে তাঁহার মানসিক প্রকৃতি যে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে তাহার পরিচয় আমরা মধ্যে২ পাইয়া থাকি। আজ কিছু দিন হইল তিনি একবার বাজি রাখেন যে কোন নিরূপিত সময়ের মধ্যে কতক গুলি পায়রা শিকার করিতে পারিবে তাহাকে তিনি এত অর্থ দিবেন। আবার তিনি সংপ্রতি টাইমস সম্বাদ পত্রে একটী বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে লাটিন ভাষাতে এক খানি উপযুক্ত নাটক যিনি লিখিবেন তাহাকে তিনি দুই শত টাকা পুরস্কার দিবেন। মুর্শিদাবাদের নিজামের ইংলণ্ডে গমন করিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্গতি হইয়াছে, সে দিন এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে তিনি তখন আপন জিনিস পত্র বন্ধক দিয়া নিজ ব্যয় সংকুলান করিতেছেন।

—স্পিঙ্ক সাহেবের স্থলে থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির অংশী পারবরী সাহেব বঙ্গ দেশীয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর হইয়াছেন।

—শ্যামের রাজা দিল্লীর দরবারে দূত পাঠাইবার মনন করিয়াছেন।

—গত অক্টবর মাসে ঝালেশ্বর তহশিলে ভয়ানক শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কতক গুলি বালক, মেষ ও মহিষ মরিয়াছে। শীত কালে পূর্ব্বে কখন ও শিলা বৃষ্টি হওয়ার কথা শুনা যায় নাই।

—ব্যাঙ্গালোর স্পেক্‌টেটর বলেন যে ছোলার মুল্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে ঘোড়ার দানার জন্য যে ব্যক্তি কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিল সে টেণ্ডার গ্রহণের সময় যে দর স্থির হয় সেই দরে ছোলা খরিদ করিতে না পারায়, টেণ্ডার ফিরিয় লইয়াছে এবং তজ্জন্য আমানতী ১৭০০০ টাকা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

—মহীশূরের অন্তঃর্গত খেদাসির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেঃ স্যাণ্ডারসন কমিশনার কর্ণেল হের নিকট লিখিয়াছেন যে বাঙ্গলা ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের হস্তির বল বীর্য্যের তারতম্যের প্রধান কারণ এই যে বাঙ্গলা দেশে হস্তির আহার্য্য দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত। গত জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রামে ৮৫টি হস্তী ধৃত হয়, তন্মধ্যে ১টী মরিয়াছে; ১লা জুন পর্য্যন্ত ১৩৫টী হস্তিতে অত্যন্ত গরমের সময় এক মাসে ৩০০ মাইলের অধিক গিয়াছে। মাদ্রাস প্রেসিডেন্সিতে ১২টী হস্তি পাঠাইতে হইলে রসদের বন্দোবস্ত করিতে হয় ও এমত স্থান অতি অল্প আছে যেখানে উৎকৃষ্ট সময়ে ও এক স্থানে ৫০টী হস্তি রাখা যায়। মহীশূরে যে সকল হস্তি নূতন ধৃত হয়, তাহাদিগকে উপযোগী আহার দেওয়া সুকঠিন। কৈম্বাটুর খেদায় যে সকল হস্তি নুতন ধৃত হয় তাহাদিগকে ২ বৎসর না রাখিলে ব্যবহার করা যায় না। ব্রহ্ম দেশে লোকে হস্তি ধরিয়া আহারের কষ্ট না দিয়া শিক্ষা দেয়। মহীশূরে অনুচিত সংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণ জন্য হস্তি ধৃত হয় ও ধৃত হইবা মাত্র বিক্রিত হয়। খেদায় ৩ মাস পর্য্যন্ত অনেক গুলি হস্তি রাখা যায়, তাহার অধিক কাল রাখিতে গেলে আহার নিঃশেষিত হয়।

——

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীকালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, গোহাটী, পান বাজার, আসাম। লিখিয়াছেন পূর্ব্ব বাঙ্গলার জনৈক সুশিক্ষিত দ্বিজবালা "স্বর্ণময়ী চরিত" নামক এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি অর্থাভাবে তাহা মুদ্রাঙ্কন করিতে পারিতেছেন না। 'বঙ্গ বামাকুল হিতৈষিগণ' দ্বিজ বালার পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করুন লেখকের এই প্রার্থনা।

শ্রীতো ঘোষ, শ্যামবাজার—লিখিয়াছেন যে তাঁহার এক জন বন্ধু ইডন গার্ডনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে কএক জন ইংরেজ একটী ভদ্র বাঙ্গালী বাবুকে প্রহার করিতেছে। গার্ডেনের কর্ম্মচারীকে জানান হইলে তিনি তাহার কিছুই করিলেন না। বাঙ্গালী বাবুর অদৃষ্টে ইংরেজের পদাঘাত ভিন্ন আর কি আছে?

শ্রীহরি নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুর—আপনার পত্র যথা স্থানে প্রেরিত হইল।

জনৈক রাজভক্ত, দারজিলিং—কুইন বিক্টোরিয়ার উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দারজিলিঙ্গে কোন রূপ আমোদ আহ্লাদ হইবে না সেই জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন আমরা কি ভারতেশ্বরীর প্রিয় পুত্র নৈ? যখন মুরশিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে হাজার২ টাকা ব্যয় হইবে, তখন তাহার কিয়দংশ এ স্থানটীতে ব্যয় হইলে গবর্ণমেণ্টের কিছু ক্ষতি হইবে না এটী ঠিক কথা। কিন্তু দারজিলিঙ্গে অধিবাসী দিগের বিস্তর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; এবং পত্র প্রেরকের নিজের ও বিলক্ষণ দশ টাকার ক্ষতি হইতে পারে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা, সিমলা—লিখিয়াছেন গত ৩০এ কার্ত্তিক হরিনাভিতে "ধর্ম্ম বিজয়" গীতভিনয় হইয়াছে।

পর দুঃখে দুঃখী—আপনার পত্র খানি স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস, জকরগড়, শ্রীহট্ট—লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালা পত্রিকা সকল গ্রাহকের নিকট পাঠাইতে শিরোনামা বাঙ্গালায় লেখা উচিৎ। অনেক সম্পাদক ইংরাজিতে লেখায় ডাক পিওনের পক্ষে মফস্বলে অসুবিধা হয় ও তজ্জন্য অনেক গোলযোগ হয়।

শ্রীরামগতি গঙ্গোপাধ্যায়; কান্দি—আমরা পদ্য প্রকাশ করি না।

কতিপয় ১২।১৩ বৎসরীয় মাইনর ছাত্র, পশ্চিম বিভাগ লিখিয়াছেন "পরীক্ষগণ যে প্রকার কঠিন প্রশ্ন সকল দিয়াছেন তাহার মধ্যে সকল গুলির নিরূপিত সময়ের মধ্যে কখন সম্পূর্ণ উত্তর হইতে পারে না। আমরা বালক বলিয়া যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না হয় তবে প্রশ্ন গুলি দেখুন।"

আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ—আর্ট স্কুলের বর্ত্তমান প্রিন্সেপলের একটী অন্যায় ব্যবহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক বলেন প্রিন্সেপল চিত্র বিষয়ে তত পটু নহেন, তথাপি তাঁহাকে সহস্র টাকা বেতন দেওয়া হয়, কিন্তু যে জন সুদক্ষ বাঙ্গালী ৪০ টাকায় তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে ছিলেন তাঁহাকে প্রিন্সেপল অবস্থত করিয়াছেন। যখন বিচারপতি ফিয়ার সাহেবের চেহারা চিত্রিত হয় তখন যদ্যপি এই বাঙ্গালী চিত্র কর অর্থাৎ বাবু অন্নদা প্রসাদ বাগচি না থাকিতেন তাহা হইলে প্রিন্সেপল মহাশয় যৎপরোনাস্তি না হউক কথঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইতেন। পত্র প্রেরক অন্নদা বাবুর পুনঃ নিয়য়োগের প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীনাশা কুলঙ্গা হরদাস—আপনার প্রেরিত পত্র কেবল নিন্দাপুর্ণ ও অশ্লীল। আপনি এই রূপ জঘন্য পত্র আর কখন সংবাদ পত্রে প্রেরণ করিবেন না।

কস্যচিৎ দর্শকস্য, পাবনা—লিখিয়াছেন "গত শনিবার পাবনাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু মহিমা চন্দ্র বসাখ মহাশয়ের বাটীতে দোগাছী থিয়েটরের রামাভিষেক নাটকা ভিনয় হয়। মেঃ আনন্দ মোহন বসু, তারক নাথ পালিত, কয়েক জন ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি মহোদয়গণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।"

কস্যচিৎ সিঙ্গুর নিবাসিনঃ—লিখিয়াছেন তিনি যে মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট দুস্থ হইয়া দান প্রার্থনা করায় পান নাই। দানশীলা মহারাণী যোগ্য ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিয়া থাকেন। যাচকের না পাইবার বোধ হয় কোন কারণ থাকিতে পারে।

শ্রীভুবন মোহন ঘোষ, মুসরীকুটি—আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার নাই।

শ্রীশশিধর চৌধুরী, চাঁপাপুর—লিখিয়াছেন যে তথাকার স্কুলে এক জন সুযোগ্য পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাকে ডেঃ ইনেস্পেক্টর বাবু নিরপরাধে অপসৃত করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় স্কুল কমিটীতে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় সুবিচার পান নাই।

শ্রীভৈরব চন্দ্র দাস, কুমিল্লা—লিখিয়াছেন "গবর্ণমেণ্টের নিকট চিরানুগত ও উপায়ান্তর বিহীন দাসের ন্যায় আমাদিগের এই প্রার্থনা যে নওয়াখালির যে যে স্থানে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট সেই সেই স্থানে উত্তম ঔষধ সহ নেটীব ডাক্তার প্রেরণ করেন, গ্রামের মধ্যে ও সাধারণের গমনায় পথের নিকট যে অসংখ্য মৃত মনুষ্য ও পশ্বাদির গলিত দেহ পড়িয়া আছে তাহা স্থানান্তরিত করেন কিম্বা গর্ত্ত করিয় পুতিয়া ফেলেন, স্থানে২ কুপ অথবা চৌবাচ্চা খনন করিয়া জল কষ্ট নিবারণ করেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রার্থনা এই যে জল প্লাবিত দেশের জমিদারগণকে বর্ত্তমান সনের বাকি রাজস্বের দায় হইতে চির বন্দোবস্তী মহাল বলিয়া যদি এককালীন অব্যাহতি দেওয়া না হয়, তবে তাহাদিগের প্রতি ন্যায় মতে অন্ততঃ এই অনুগ্রহটুক প্রকাশ করেন যে রাজস্ব এই বৎসর না লইয়া আগামী সনের কয়েক কিস্তির উপর উহা ভাগ করিয়া দেন।"

জনৈক স্ত্রীলোক—লিখিয়াছেন "কলিকাতায় অনেক টাকা ওয়ালা বাবু আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আপন পরিবারকে যে কি যন্ত্রণা দেন তাহা সকলেইজ্ঞাত থাকিতে পারেন, তাঁহারা রাত্রিতে প্রায়ই বাটি থাকেন না। হত ভাগিনীদিগের জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি কোন আইন করেন তবে বড় ভাল হয়। এক্ষণ যে আইন আছে তাহা অবলম্বন করিতে গেলে হিন্দু পরিবারের কলঙ্ক হয়, নতুবা বাবুদিগের অত্যাচার অপেক্ষা তাহাও এক রকম ভাল ছিল।' আমাদের পত্র-প্রেরিকার দুঃখে আমরা দুঃখী হইলাম। পুরুষদিগকে সুপথে আনার অমোঘ অস্ত্র স্ত্রী লোকদের নিকটেই আছে। বাজারে বিস্তর সম্মার্জ্জনী পাওয়া যায়।

গ্রামবাসিন, রাড়ুলী—লিখিয়াছেন যে গত ১৬ই কার্ত্তিক রাড়ুলী গ্রামেও ঝড় হইয়া ছিল। তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন যে উক্ত গ্রামে ভয়ানক জ্বর উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ভাল চিকিৎসক নাই। রাড়ুলী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে বিস্তর সঙ্গতিপন্ন লোক আছেন, তাঁহারা মনোযোগ করিলে অনায়াসে একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত হইতে পারে।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার—জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "লেথ্‌ব্রিজ সাহেব কৃত পৃথিবীর ইতিহাস ভিন্ন অন্য কাহার কৃত বাঙ্গলা ভাষায় উক্ত পুস্তক আছে কি না।" আমরা যত দূর জানি তাহাতে অন্য কোন পুস্তক নাই। পত্র প্রেরক ক্যানিং লাইব্রারির অধ্যক্ষগণের নিকট লিখিলে সঠিক বিবরণ জানিতে পারেন। পত্র প্রেরক আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন গ্রীস্ কিম্বা রোমের ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় আছে কি না। এ সম্বন্ধেও উক্ত স্থানে তত্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীভুবন মোহন ঘোষ—গুপ্তীপাড়া হইতে কাঁলন পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী আছে তাহার দুরবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক গ্রাম বাসীগণ দ্বারা ডিষ্ট্রিক্ট রোড কমিটীতে আবেদন করাইবেন।

শ্রীনবিন চন্দ্র রায়, শ্রীখণ্ড—লিখিয়াছেন যে বর্দ্ধমান হইতে কজ্জুরা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি পাকা হইয়াছে তাহাতে ১৬;৫০০ টাকা ষ্টিমিট হয়, কিন্তু রাস্তাটি যেরূপ মেরামত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় ৭।৮ হাজার টাকর বেশী ব্যয় হয় নাই। বাকি টাকা গুলি কি হইল গবর্ণমেণ্ট একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

শ্রীকালীকিশোর চৌধুরী, ফুলবাড়িয়া স্কুল সম্পাদক। বর্দ্ধমানাধিপতি ফুলবাড়িয়া স্কুলে এক কালীন ২০ টাকা দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া মহারাজাকে ভুরি২ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীতুলধন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেন, কয়েক দিন গত হইল উত্তর পাড়া ইংরাজী স্কুলের এক জন দপ্তরী ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত বালকগণের বৃত্তি আনিবার জন্য কলিকাতায় ট্রেসরিতে গিয়াছিল। টাকা আনিবার সময় এক জুয়োচোর দ্বারা উহা অপহৃত হয়। পরে অনেক অনুসন্ধান ও যত্নে উক্ত জুয়াচোর ধৃত হইয়া আদালতে দণ্ডিত ও বেত্র ঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু টাকার কোন কিনারা হয় নাই। বালকদিগের টাকা পাইবার সময় অতিবাহিত হইয়া গেল অথচ এ পর্য্যন্ত তাহারা ঠাহর পাইল না। এবং যদি আর পাইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়; ইনস্পেক্টর ও ডিরেক্টরকে পত্র লিখিয়াছেন, এখন ও তাহার কোন প্রস্তুতর আইন নাই। সম্পাদক মহাশয়! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি এ বিষয়ের দায়ী কে? হত ভাগ্য দপ্তরীকেই কি ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে? না প্রচুর বিত্তশালী গবর্ণমেণ্ট ইহার পূরণ করিয়া দিবেন? না দুর্ভাগ্য বৃত্তি প্রাপ্ত বালকগণের ঘাড় দিয়াই চালাইবেন?

বিজ্ঞাপন।

নিসর্গ সুন্দরী।

শ্রীশারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মুল্য ।৵০ আনা। ডাকমাশুল /০ আনা। কলিকাতা ভবানীপুর সামপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে এবং কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তাকালয়ে প্রাপ্য।

"আমরা এ বৎসর যত গুলি বাঙ্গলা কবিতা গ্রন্থ সমালোচন করিয়াছি, সমস্তই পাশ্চাত্য কবিতা পাঠের ফল। আমরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজি কবিতা পাঠ করিয়া এক রূপ বীততৃষ্ণ হইয়াছি। পণ্ডিত শারদা প্রসাদ উপযুক্ত সময়ে তাহার ঔষধ উপস্থিত করিলেন। তাঁহার কবিতা ভিন্ন রীতিতে লিখিত। আমরা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তি ও জড় জগতের সুন্দর চিত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতাও বিলক্ষণ আছে। আমরা তাহাকে বঙ্গীয় কবি সমাজে তৃতীয় শ্রেণীর আসন দান করিতে পারি।

সোমপ্রকাশ।

* * * " কাব্য খানিতে যথেষ্ট লাবণ্য এবং মধুরতা আছে। কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। এবং লেখকের চিত্ত যে প্রকৃত কবির বর্ত্তের ন্যায় প্রকৃতিসৌন্দর্য্য ধারণ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি।"

এডুকেশন

"নিসর্গসুন্দরী—বঙ্গের উর্ব্বর হৃদয়ের ফল। এই কাব্য খানি সুপাঠ্য ও মনোরম, তাহার সন্দেহ নাই। অমরা ইহা পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছি।"

জ্ঞানাঙ্কুর

"গ্রন্থকার রসগ্রাহী ও লিপি নিপুণ। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় পণ্ডিত নহেন, তাহারা নিসর্গসুন্দরীতে কোন সৌন্দর্য্যই দেখিতে পাইবেন না।"

বান্ধব।

অপূর্ব্ব সংযোগ বা ইন্দুমতী।

বীররসোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক।

অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মুল্য ১ টাকা ডাকমাসুল /০

কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরী ক্যানিং লাইব্রেরী ৩৭ নং মেছুয়াবাজার আলবার্ট প্রেস চিনাবাজার পদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে প্রাপ্তব্য।

শত্রু সংহার নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ!

সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত। মুল্য ১ টাকা।

মহালের বণ্টন বিষয়ক।

১৮৭৬ সালের ৮ আইন।

মুল্য.....॥০ মাশুল ।০

কলিকাতা চিৎপুর রোড ৩১৯ নং বটতলা। } শ্রীমৃত্যু লাল শীল।

"ডাক্তার জি হায়াসা এম ডী

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৭ নং চৌরিঙ্গি রোডের বাটিতে প্রাতে ৮টা নাগাত ১০টা ও বৈকালে ৩টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়।

অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের ফটোগ্রাফী প্রতি স্ত্রীলোক দ্বারা উঠান। স্বল্প মুল্যে ও অল্প সময়ে উহা সমাধা করা যাইবে।

হেনরী এণ্ডকোং

১৩০ রাধা বাজর

বাটী পরিবর্ত্তন।

শোভাবাজার অপার চিৎপুর রোড নঃ ২৭৫

শ্রীশশীভুষণ দত্ত

হাইকোর্টের উকিল।

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর।

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.....।০

মঙ্গলবার.....।০

বুধবার.....কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।

বৃহস্পতিবার.....।০

শুক্রবার.....।০

শনিবার.....।০

রবিবার.....॥০

ছিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গ্রহিতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গ্রহিতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি ।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফ্রি, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোর্ট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে ড়িনিয়া গাফ্রিঃ অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin

Hon. Secretary.

নীল নীল নীল!

আমাদিগের হাটে নীল বটিকা বিক্রয় হয়। যাঁহারা অপরাপর স্থানে বিক্রয় করেন তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করি যে তাঁহারা একবার আমাদিগের হস্তে অর্দ্ধেক ও অপরের হস্তে অর্দ্ধেক মাল দিয়া বিক্রয়ের তারতম্য বুঝিবেন। আর আমরা উচ্চ দরে বেচিতে পারিলে পরে যেন আর অপরকে দেন না। হাট খরচা টাকা শত করা এক টাকা ও বাকস এক টাকা।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত এণ্ড কোং

২৭ নং পলকষ্ট্রীট কলিকাতা।। (১)

আলায়ান্স স্পিনিং এণ্ড উইভিং

কোম্পানি লিমিটেড।

সিলক্ অর্থাৎ রেসম বিভাগ।

এত দ্দারা সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, অর্ডার পাইলে আমরা যে কোন প্রকার রেসমের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। বিবিধ প্রকার দ্রব্য আমাদের নিকট মজুদ আছে। সেলাই করিবার রেসমের সূতা আছে। উক্ত কোম্পানির প্রধান আফিশ ৭ নং চার্চ্চ গেট বোম্বাই। তাহাদের কলিকাতার এজেণ্ট মেসর্স এন নেসুয়ানজি এণ্ড কোং, ৪৪ নং ইজারা ষ্ট্রিট। অন্যান্য বিষয় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের নিকট বোম্বাইয়ে লিখিলে জানিতে পারিবেন।

তাপিদাস ব্রজদাস এণ্ড কোং।

সেক্রেটারি ও ট্রেজারার।

কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গসাহিত্য সমালোচনা নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। বান্ধব সম্পাদক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ এই সভার সম্পাদক হইলেন। বঙ্গ সাহিত্য সংসারে প্রতি বৎসর যে সকল পুস্তক প্রচার হয় তন্মধ্যে উপযুক্ত গ্রন্থকারদিগকে বৎসরান্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। গ্রন্থকারগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কুমার স্বয়ং তার ব্যয় ভার বহন করিবেন।

শ্রীমদনমোহন মুখুয্যা

কার্য্যাধ্যক্ষ

জয়দেবপুর ঢাকা

দাতব্য মহাভারত।

(সংস্কৃত মূলের অনুবাদ)

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভারত যদিও বঙ্গদেশীয় রাজা ও জমিদার মহোদয়দিগের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি সাধারণের প্রাপ্তির সুগমতা ঘটে নাই। পূর্ব্বাবধি ভারত সাধারণকে বিনা মুল্যে বিতরণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অক্ষমতাপ্রযুক্ত প্রকাশকের চিরসঙ্কল্প সাধিত হয় নাই সুতরাং যথা নিয়মে খণ্ডেক ক্রমে প্রচারিত হইয়া স্বাক্ষরকারী গ্রাহকদিগকে বিক্রয় করা হয়। এক্ষণে সম্পূর্ণ শেট নিঃশেষিত হইয়া অনেক গুলি পর্ব্ব সঞ্চিত আছে। এতদ্দেশীয় যে সকল রাজা ও জমিদার মহোদয়গণ এতদুপলক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম দিয়া উপরোক্ত স্থিত পর্ব্বগুলি বিতরিত হইতেছে। ইহার স্বতন্ত্র নিয়ম পত্র আছে। প্রার্থীদিগের আবেদন পত্র পাইলেই নিয়ম পত্রসহ ভারত পাঠান যাইবেক। সাহায্যকৃত পুস্তকালয় ও উত্তর এবং পূর্ব্ব বঙ্গের আবেদন বিশেষ আদরণীয়। প্রত্যেক আবেদনকারীকে আবেদন পত্র মধ্যে এক আনার ডাকমাসুল পাঠাইতে হইবেক। ভারতের পূর্ব্বকার স্বাক্ষরকারী মহোদয়দিগের সম্বন্ধে জানান যাইতেছে, যে যাঁহারা অদ্যাপি ভারতের মূল্য পরিশোধ ও সম্পূর্ণ শেট গ্রহণ করেন নাই তাঁহারা এক মাসের মধ্যে আপনাদের দেয় পরিশোধ পূর্ব্বক অবশিষ্ট ভারত গ্রহণ করিবেন, নচেৎ অসম্পূর্ণ ভারতের সম্পূর্ণতাপক্ষে প্রকাশক দায়ী নহে জানিবেন। আবেদন পত্র প্রকাশকের নামে পাঠাইতে হইবেক।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো ভারত যন্ত্র। } শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাভারত ও হরিবংশ কার্য্যালয়ের ম্যানেজার।

অর্শরোগের অব্যর্থ মহৌষধ!

১১দিবস ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে।

মুল্য ।/৫ আনা ডাক মাশুল দেড় আনা

শ্রীকরালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৮নং মলঙ্গা লেন, বহু বাজার, কলিকাতা।

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।